
শান্তিভারতী

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকরূপে অনুমোদিত
T.B. No. 74/VI/TB/68, Dated 24. 11. 75

সাহিত্য ভারতী

প্রথম ভাগ

ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য

সম্পাদনা
সুনীলকুমার ঘোষ এম এ. বি টি.
শিক্ষক, ক্যালকাটা ট্রেনিং অ্যাকাডেমি

নন্দিতা
৮-সি ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০ ০০৯

সাহিত্য ভারতী : প্রথম ভাগ

সম্পাদনা : সুনীলকুমার ঘোষ, শিক্ষক, ক্যালকাটা ট্রেনিং অ্যাকাডেমি ॥ প্রাক্তন শিক্ষক, রোহিণী সি আর. ডি. হাই স্কুল ॥

প্রকাশনা : মিনতি পাল, ৮সি ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯ ॥

নন্দিতা সংস্করণ : জানুয়ারি, ১৯৮৪
দ্বিতীয় মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৪

মুদ্রণ : পরেশনাথ পান, ইন্দ্রলেখা প্রেস, ১৬, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৬ ॥

সূচীপত্র

গদ্যাংশ

পদ্যাংশ

লবটুলিয়ার কাহিনী

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

খাওয়া-দাওয়া হইতে রাত হইয়া গেল অনেক; কাছারিতে যত লোক ছিল, সকলেই খাইল। তারপর আবার আগুনের ধারে গোল হইয়া বসা গেল। শীতে মনে হইতেছে শরীরের রক্ত পর্যন্ত জমিয়া যাইবে। ফাঁকা বলিয়াই শীত বোধ হয় এত বেশী, কিংবা বোধ হয় হিমালয় বেশী দূর নয় বলিয়া।

আগুনের ধারে আমরা সাত-আট জন লোক, সামনে ছোট ছোট দু'খানি খড়ের ঘর। একখানিতে থাকিব আমি, আর একখানিতে বাকী এতগুলি লোক। আমাদের চারিদিক ঘিরিয়া অন্ধকার বন ও প্রান্তর, মাথার উপরে নক্ষত্র-ছড়ানো দূর-প্রসারী অন্ধকার আকাশ।

একজন ত্রিশ-বত্রিশ বৎসর বয়সের লোক এ দলের মধ্যে আমার মনোযোগকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। লোকটির নাম গনোরী তেওয়ারী; শ্যামবর্ণ, দোহারা চেহারা, মাথায় বড় চুল, কপালে দু'টি লম্বা ফোঁটা কাটা, এই শীতে গায়ে একখানা মোটা চাদর ছাড়া আর কিছু নাই। এ-দেশের রীতি অনুযায়ী গায়ে একটা মেরজাই থাকা উচিত ছিল, তা পর্যন্ত নাই।······

গনোরীকে বলিলাম—তুমি থাকো কোথায়, তেওয়ারীজি?

আমি তাহাকে সরাসরি প্রশ্ন করিব এতটা সম্মান যেন তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত, এভাবে সে আমার দিকে চাহিল। বলিল —ভীমদাসটোলা, হুজুর।

তারপর সে তাহার জীবনের ইতিহাস বর্ণনা করিয়া গেল, একটানা নয়, আমার প্রশ্নের উত্তরে টুকরা-টুকরাভাবে।

গনোরী তেওয়ারীর বয়স যখন বারো বছর, তার বাপ তখন মারা যায়। এক বৃদ্ধা পিসিমা তাহাকে মানুষ করে। সে পিসিমাও বাপের মৃত্যুর বছর পাঁচ পরে যখন মারা গেলেন, গনোরী তখন জগতে ভাগ্য অন্বেষণে বাহির হইল। কিন্তু তাহার জগৎ পূর্বে পূর্ণিয়া শহর, পশ্চিমে ভাগলপুর জেলার সীমানা, দক্ষিণে এই নির্জন অরণ্যময় ফুলকিয়া-বইহার, উত্তরে কুশী নদী—ইহারই মধ্যে সীমাবদ্ধ। ইহারই মধ্যে গ্রামে গ্রামে গৃহস্থের দুয়ারে ফিরিয়া, কখনও ঠাকুরপূজা করিয়া, কখনও গ্রাম্য পাঠশালায় পণ্ডিতি করিয়া কায়ক্লেশে নিজের আহারের জন্য কলাইয়ের ছাতু ও চীনা ঘাসের দানার রুটির সংস্থান করিয়া আসিয়াছে। সম্প্রতি মাস দুই চাকুরি নাই, পর্বতা গ্রামের পাঠশালা উঠিয়া গিয়াছে। ফুলকিয়া-বইহারের দশ হাজার বিঘা অরণ্যময় অঞ্চলে লোকের বস্তি নাই—এখানে যে মহিষ-পালকের দল মহিষ চরাইতে আসে জঙ্গলে, তাহাদের বাথানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া খাদ্যভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছিল—আজ আমার আসিবার খবর পাইয়া অনেকের সঙ্গে এখানে আসিয়াছে।

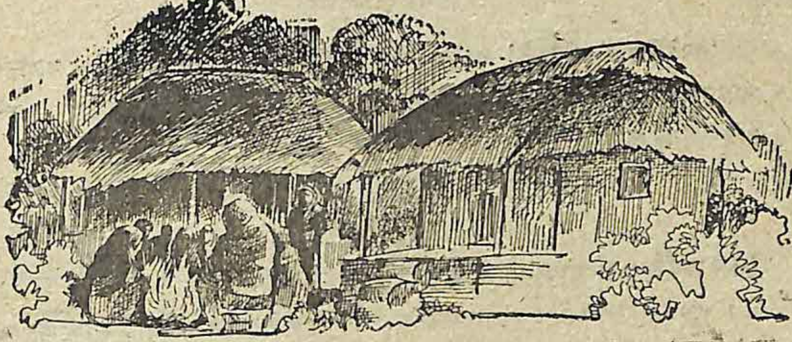
আসিয়াছে কেন, সেকথা আরও চমৎকার।

—এখানে এত লোক এসেছে কেন তেওয়ারীজি?

—হুজুর, সবাই বললে ফুলকিয়ার কাছারিতে ম্যানেজার এসেছেন, সেখানে গেলে ভাত খেতে পাওয়া যাবে, তাই ওরা এল, ওদের সঙ্গে আমিও এলাম।

—ভাত এখানকার লোক কি খেতে পায় না?

—কোথায় পাবে হুজুর! নউগচ্ছিয়ার মাড়োয়ারীরা রোজ ভাত



খায়, আমি নিজে আজ ভাত খেলাম বোধ হয় তিন মাস পরে। গত ভাদ্র মাসের সংক্রান্তিতে রাসবিহারী সিং রাজপুতের বাড়ি নেমন্তন্ন ছিল, সে বড়লোক, ভাত খাইয়েছিল। তারপর আর খাই নি।

যতগুলি লোক আসিয়াছিল, এই ভয়ানক শীতে কাহারও গাত্রবস্ত্র নাই, রাতে আগুন পোহাইয়া রাত কাটায়। শেষ রাত্রে শীত যখন বেশী পড়ে, আর ঘুম হয় না শীতের চোটে—আগুনের খুব কাছ ঘেঁসিয়া বসিয়া থাকে ভোর পর্যন্ত।

কেন জানি না, ইহাদের হঠাৎ এত ভাল লাগিল।...দুটি ভাত খাইতে পাওয়ার আনন্দে যারা ভীমদাসটোলা ও পর্বতা হইতে ন'মাইল পথ হাঁটিয়া আসিয়াছে বিনা নিমন্ত্রণে—তাহাদের মনের আনন্দ গ্রহণ করিবার শক্তি কত সতেজ ভাবিয়া বিস্মিত হইলাম।

['আরণ্যক' থেকে]

লেখক ও লেখা প্রসঙ্গে

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০) বাংলা সাহিত্যের একজন বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ও গল্প লেখক। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'পথের পাচালী'। এই উপন্যাসটি লিখে তিনি প্রচুর সুখ্যাতি লাভ করেন। তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থ ঃ অপরাজিত, আরণ্যক, ইছামতী, দৃষ্টিপ্রদীপ, চাঁদের পাহাড় ইত্যাদি।

'লবটুলিয়ার কাহিনী' নামক রচনাটিতে বিহারের অরণ্য অঞ্চলের সাধারণ মানুষের জীবন কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। সেইসঙ্গে এখানে ফুটে উঠেছে সেই মানুষগুলির প্রতি লেখকের গভীর মমতা।

অনুশীলনী

রচনাধর্মী ও বিষয়মুখী প্রশ্ন :

১। 'একজন ত্রিশ বত্রিশ বৎসর বয়সের লোক এ দলের মধ্যে আমার মনোযোগকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল।'—(ক) বক্তা কে? খ) ত্রিশ-বত্রিশ বৎসর বয়সের লোকটির নাম কী? (গ) লোকটির চেহারা ও পোশাকের বর্ণনা দাও।

২। 'গনোরী তখন জগতে ভাগ্য অন্বেষণে বাহির হইল।'—(ক) গনোরী কখন ভাগ্য অন্বেষণে বের হয়েছিল? (খ) তার জগতের সীমানা বর্ণনা কর।

৩। (ক) গনোরী তেওয়ারীর বয়স কত ছিল? (খ) তার চেহারার বর্ণনা দাও। (গ) সে কীভাবে তার আহার সংগ্রহ করত?

৪। 'আজ আমার আসিবার খবর পাইয়া অনেকের সঙ্গে এখানে আসিয়াছে।' —(ক) বক্তা কে? (খ) কার কথা এখানে বলা হয়েছে? (গ) লোকটি কোথায় গিয়েছিল? (ঘ) সে সেখানে গিয়েছিল কেন?

৫। লেখকের বর্ণনা অনুযায়ী লবটুলিয়ার অধিবাসীদের জীবন-কাহিনী নিজের ভাষায় বর্ণনা কর।

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন :

১। 'তাহাদের মনের আনন্দ···বিস্মিত হইলাম।'—(ক) বক্তা কে? (খ) উদ্ধৃত অংশটি কোন্ রচনায় আছে? (গ) উদ্ধৃত অংশটির অর্থ বুঝিয়ে দাও।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন / মৌখিক প্রশ্ন :

(ক) 'লবটুলিয়ার কাহিনী' রচনাটি কোন্ মূল গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে? (খ) লবটুলিয়া জায়গাটি কোন্ রাজ্যে? (গ) 'লবটুলিয়ার কাহিনী'তে কোন্ নদীর উল্লেখ আছে? (ঘ) গনোরী তেওয়ারী কোন্ গ্রামের পাঠশালায়

পণ্ডিতি করত? (ঙ) গনোরী তেওয়ারী ভাত খাওয়ার আশায় কোথায় গিয়েছিল? (চ) গনোরী তেওয়ারী ফুলকিয়ার কাছারীতে ভাত খেতে যাওয়ার আগে শেষ বার কার বাড়িতে ভাত খেয়েছিল? (ছ) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোন্ উপন্যাসটি সবচেয়ে বিখ্যাত? (জ) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুটি গ্রন্থের নাম বল।

অর্থ লেখ: প্রান্তর, দূর-প্রসারী, দোহারা, মেরজাই, অন্বেষণ, সংস্থান, বাথান, সংক্রান্তি, বিস্মিত।

সন্ধিবিচ্ছেদ কর: পর্যন্ত, হিমালয়, আকৃষ্ট, মনোযোগ, অন্বেষণ, নির্জন।

পদপরিবর্তন কর: শীত, আকাশ, আকৃষ্ট, সম্মান, গ্রাম্য, পণ্ডিতি, সম্প্রতি, অঞ্চল, ভাত, নিমন্ত্রণ, আনন্দ, শক্তি, বিস্মিত।

বিপরীত শব্দ লেখ: রাত, বেশী, দূর, ছোট, দোহারা, উচিত, প্রশ্ন, গ্রহণ, সতেজ, অন্ধকার।

বানানগুলি মনে রাখ: দূর, মনোযোগ, বিশেষ, শ্যাম, রীতি, অন্বেষণ, পূজা, মানুষ, গ্রহণ, বিস্মিত।

বাক্যরচনা কর: নক্ষত্র-ছড়ানো, দূর প্রসারী, আকৃষ্ট, অপ্রত্যাশিত, অন্বেষণ, কায়ক্লেশে, সংস্থান, সম্প্রতি, অরণ্যময়, সতেজ, বিস্মিত।

শূন্যস্থান পূর্ণ কর: শীতে মনে হইতেছে — রক্ত পর্যন্ত — যাইবে। আমাদের চারিদিক ঘিরিয়া — বন। সে তাহার জীবনের ইতিহাস — করিয়া গেল। এক — পিসিমা তাহাকে — করে। রাতে আগুন — রাত কাটায়।

দ্রোণাচার্য

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

শিশুকাল হইতেই লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষত্রিয়ের ছেলেরা ধনুর্বিদ্যা (অর্থাৎ ধনুক দিয়া তীর ছোঁড়া) শিখিতে আরম্ভ করে। যুধিষ্ঠির, দুর্যোধন প্রভৃতি সকলেই একসঙ্গে কৃপাচার্য নামক একজন খুব ভাল শিক্ষকের নিকট ধনুর্বিদ্যা শিখিতে লাগিলেন।

এই সময় একদিন ছেলেরা সহরের বাহিরে একটা লোহার গোলা লইয়া খেলা করিতেছিল। খেলিতে খেলিতে গোলাটা একটা শুকনো কুয়ার ভিতর পড়িয়া গেল। ছেলেরা অনেক চেষ্টা করিয়াও কিছুতেই তাহা তুলিতে পারিল না। গোলা তুলিতে না পারিয়া অপ্রস্তুত হইয়া তাহারা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতেছে, এমন সময় সেখান দিয়া একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ যাইতেছিলেন। ছিপছিপে কালো হেন লোকটি, পাকা চুল, হাতে তীর-ধনুক। ছেলেদের দুর্দশা দেখিয়া তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—'দুয়ো! দুয়ো! তোমরা ক্ষত্রিয় হইয়া এই গোলাটা তুলিতে পারিলে না! দুয়ো! দুয়ো! আমাকে কি খাইতে দিবে বল, আমি গোলা তুলিয়া দিতেছি। গোলাও তুলিব, আর এই আমার আংটি কুয়ায় ফেলিতেছি, তাহাও তুলিব।' এই বলিয়া তিনি তাঁহার আংটিও কুয়ায় ফেলিয়া দিলেন।

তখন যুধিষ্ঠির বলিলেন,—'মহাশয়, আপনি যদি গোলাটা তুলিতে পারেন, তবে চিরকাল খাইতে পাইবেন।'

ব্রাহ্মণ হাসিতে হাসিতে এক মুঠা শর লইলেন। তারপর তাহার একটি শর গোলায় বিঁধাইয়া সেই শরের পিছনে আর একটি শর



বিঁধাইয়া, তাহার পিছনে আবার আর একটি এমনি করিয়া কুয়ার মুখ অবধি লম্বা একটা কাঠি প্রস্তুত করিয়া ফেলিলেন। সেই কাঠি ধরিয়া গোলা টানিয়া তুলিতে আর কতক্ষণ লাগে!

ছেলেরা আশ্চর্য হইয়া বলিল,—'আচ্ছা আংটিটি তুলুন তো।' ব্রাহ্মণ তীর-ধনুক লইয়া দেখিতে দেখিতে আংটিটিও তুলিয়া আনিলেন। ছেলেরা তো অবাক। তখন তাহারা হাত জোড় করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। তারপর বলিল,—'আপনি নিশ্চয় কোন মহাপুরুষ হইবেন। বলুন আপনি কে, আর আমরা আপনার কোন্ কাজ করিব?'

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—'তোমাদের আর কিছু করিতে হইবে না। তোমরা তোমাদের ঠাকুরদাদা মহাশয়ের নিকট গিয়া বল যে, এই রকম এক বুড়ো আসিয়াছে।'

অমনি সকলে ছুটিয়া গিয়া তাহাদের ঠাকুরদাদা ভীষ্মের নিকট সংবাদ দিল। ভীষ্ম সকল কথা শুনিয়া বলিলেন,—'বুঝিয়াছি দ্রোণাচার্য আসিয়াছেন। এ আর কাহারও কর্ম নহে।' ভীষ্মের অনেক দিন

হইতেই ইচ্ছা, ছেলেদিগকে দ্রোণাচার্যের হাতে দেন। সেই দ্রোণাচার্য আপনা হইতে আসিয়া উপস্থিত। ইহাতে বড়ই আনন্দিত হইয়া ভীষ্ম তাঁহাকে পরম আদরের সহিত বাড়িতে লইয়া আসিলেন।

['ছেলেদের মহাভারত' থেকে]

লেখক ও লেখা প্রসঙ্গে

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (১৮৬৩-.৯১৫) বাংলা শিশুসাহিত্যের একজন বিখ্যাত লেখক। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে ছেলেদের রামায়ণ, ছেলেদের মহাভারত, টুনটুনির বই, গুপি গাইন ও বাঘা বাইন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তিনি 'সন্দেশ' নামক বিখ্যাত শিশু-পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

দ্রোণাচার্য ছিলেন এক ন অসাধারণ যোদ্ধা এবং অস্ত্র শিক্ষাগুরু। মহাভারতের এই বিখ্যাত বীরের অস্ত্রবিদ্যায় অসামান্য নৈপুণ্যের পরিচয় এখানে লেখক বর্ণনা করেছেন।

অনুশীলনী

রচনাধর্মী ও বিষয়মুখী প্রশ্ন :

১। 'দুয়ো! দুয়ো! তোমরা ক্ষত্রিয় হইয়া এই গোলাটি তুলিতে পারিলে না।'— ক) বক্তা কে? (খ) কাদের উদ্দেশ্য করে কথাগুলি বলা হয়েছে? (গ) তিনি এইরকম কথা বলেছিলেন কেন?

২। 'আপনি নিশ্চয় কোন মহাপুরুষ হইবেন।'—(ক) বক্তা কে? (খ) কাকে উদ্দেশ্য করে কথাগুলি বলা হয়েছে? (গ) এইরকম উক্তির কারণ কী?

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন :

১। 'এ আর কাহারও কর্ম নহে।'—(ক) উদ্ধৃত অংশটি কোন্ লেখকের কোন্ রচনা থেকে নেওয়া হয়েছে? (খ) কে, কার সম্পর্কে একথা বলেছেন? (গ) উক্তিটির অর্থ বুঝিয়ে দাও।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন / মৌখিক প্রশ্ন :

(ক) 'দ্রোণাচার্য' রচনাটি কোন্ গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে? (খ) উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর লেখা দুটি গ্রন্থের নাম বল। (গ) যুধিষ্ঠির, দুর্যোধন প্রভৃতির ঠাকুরদাদার নাম কী ছিল? (ঘ) উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী কোন্ বিখ্যাত শিশু-পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন?

বাক্যরচনা কর : অপ্রস্তুত, চাওয়া-চাওয়ি, দুর্দশা, মহাপুরুষ।

পদপরিবর্তন কর : চেষ্টা, বৃদ্ধ, ব্রাহ্মণ, প্রস্তুত, প্রণাম, ইচ্ছা, আদর।

সন্ধিবিচ্ছেদ কর : ধনুর্বিদ্যা, কৃপাচার্য, দুর্দশা, দ্রোণাচার্য, আশ্চর্য।

বিপরীত শব্দ লেখ : শুকনো, ভিতর, কালো, পাকা, বুড়ো, নিকট, আনন্দিত।

বানানগুলি মনে রাখ : ক্ষত্রিয় যুধিষ্ঠির, ব্রাহ্মণ, মহাপুরুষ, ভীষণ।

সাধু শব্দ লেখ : কুয়া, শুকনো, বুড়ো, ঠাকুরদাদা লম্বা, আংটি।

শূন্যস্থান পূর্ণ কর : গোলাটা একটা — কুয়ার ভিতর পড়িয়া গেল। গোলা তুলিতে না পারিয়া ছেলেরা — হইয়া গেল। ছেলেদের—দেখিয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন। তাহারা হাত জোড় করিয়া তাঁহাকে — করিল। এ আর কাহারও — নহে। তাঁহাকে — আদরের সহিত বাড়িতে লইয়া আসিলেন।

সাহসের পুরস্কার

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নেপোলিয়ন বোনাপার্টির নাম তোমরা সকলেই শুনিয়াছ। তিনি একসময় ইংরেজের দেশ আক্রমণ করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। যখন যুদ্ধের উদ্যোগ চলিতেছে তখন কী গতিকে একজন ইংরেজি জাহাজের গোরা ফরাসি সৈন্যদের কাছে ধরা পড়ে। শত্রুপক্ষের লোক দেখিয়া ফরাসিরা তাহাকে নিজেদের দেশে ধরিয়া আনিয়া সমুদ্রের ধারে ছাড়িয়া দেয়। সে বেচারা একা একা সমুদ্রের ধারে ঘুরিয়া বেড়াইত। দেশে ফিরিবার জন্য তাহার প্রাণ কাঁদিত। সমুদ্রের পরপারেই তাহার স্বদেশ। সে সমুদ্রও কিছু বেশি বড়ো নয়। এমন কি, এক একদিন হয়তো মেঘ কাটিয়া গেলে, রোদ উঠিলে, ইংলণ্ডের সাদা সাদা পাহাড়ের রেখা নীল সমুদ্রের উপর মেঘের মতো দেখা যাইত। সে আকাশে চাহিয়া দেখিত, গর্মির দিনে কত ছোটো ছোটো পাখি পাখা তুলিয়া ইংলণ্ডের দিকে উড়িয়া যাইতেছে।

একদিন রাত্রে ঝড় হইয়া গেলে পর সকালে উঠিয়া সে দেখে, একটি পিপে সমুদ্রের ঢেউয়ে ডাঙার দিকে ভাসিয়া আসিতেছে। সেই পিপেটি লইয়া সে একটি পাহাড়ের গর্তের মধ্যে লুকাইয়া রাখিল। সমস্ত দিন ধরিয়া বসিয়া বসিয়া সেই পিপেটি ভাঙিয়া সে নৌকা বানাইত। কিন্তু সে গরিব, নৌকা বানাইবার সরঞ্জাম কোথায় পাইবে? সে সেই ভাঙা কাঠের চারিদিকে নরম গাছের ডাল বুনিয়া একপ্রকার নৌকার মতো গড়িয়া তুলিল। দেশের জন্য এমনই তাহার প্রাণ আকুল হইয়াছে যে, সে একবার বিবেচনা করিল

না যে, এ নৌকা সমুদ্রের জলে একদণ্ড টিকিতে পারিবে না। যাহা হউক, সেই নৌকাটি লইয়া যখন সে সমুদ্রে ভাসাইতেছে এমন সময় ফরাসি সৈন্যরা তাহাকে দেখিতে পাইল। ফরাসিরা তাহাকে ধরিল, বেচারার এত কষ্টের নৌকা ভাসানো হইল না—এত দিনের আশা নির্মূল হইল।

এই কথা কী করিয়া নেপোলিয়নের কানে উঠিল। নেপোলিয়ন সমুদ্রের ধারে গিয়া সমস্ত দেখিলেন। তিনি সেই ইংরেজ বালককে বলিলেন, 'তোমার এ কিরকম সাহস, এই খানকতক কাঠ আর গাছের ডাল বেঁধে তুমি সমুদ্র পার হতে চাও? দেশে তোমার কেই-বা আছে?'

সেই ইংরেজ বলিল, 'আমার মা আছেন। আমার মাকে অনেক দিন দেখি নি, মাকে দেখবার জন্য প্রাণ বড়ো আকুল হয়েছে।' বলিতে বলিতে তাহার চোখ ছলছল করিয়া আসিল।



নেপোলিয়ন তৎক্ষণাৎ বলিলেন, 'আচ্ছা মায়ের সঙ্গে তোমার দেখা হবে, আমি দেখা করিয়ে দেব। যে ছেলে এমন সাহসী তার মা না জানি কত মহৎ।'

নেপোলিয়ন তাহাকে একটি মোহর দিলেন এবং নিজের জাহাজে করিয়া তাহাকে ইংলণ্ডে পাঠাইয়া দিলেন। দুঃখে পড়িলেও সেই মোহরটি সে কখনো ভাঙায় নাই, নেপোলিয়নের দয়া মনে রাখিবার জন্য সেই মোহরটি সে চিরদিনই কাছে রাখিয়াছিল।

['ছুটির পড়া' থেকে]

লেখক ও লেখা প্রসঙ্গে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২৫শে বৈশাখ, ১২৬৮—২২শে শ্রাবণ, ১৩৪৮) বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক। প্রধানত তিনি কবি। অসংখ্য কবিতা তিনি লিখেছেন। তা ছাড়া উপন্যাস, গল্প, নাটক, প্রবন্ধ ইত্যাদি রচনাতেও তিনি সমান দক্ষ ছিলেন। সাহিত্যের জন্য তিনি বিশ্ববিখ্যাত নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে সোনার তরী, বলাকা, গীতাঞ্জলি, গোরা, গল্পগুচ্ছ, গীতবিতান, কালান্তর প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

'সাহসের পুরস্কার' গল্পটিতে একটি বন্দী ইংরেজ সৈনিকের মাতৃভক্তি ও সাহস এবং সৈনিকটির প্রতি এযুগের একজন বিখ্যাত সেনানায়ক তথা সম্রাট নেপোলিয়নের গভীর সহানুভূতি ও মমতার কথা বলা হয়েছে।

অনুশীলনী

রচনাধর্মী ও বিষয়মুখী প্রশ্ন :

১। 'দেশে ফিরবার জন্য তাহার প্রাণ কাঁদিত।'—(ক) কার সম্বন্ধে কথাগুলি বলা হয়েছে? (খ) দেশে ফেরার জন্য তার প্রাণ কাঁদত কেন? (গ) কীভাবে সে দেশে ফেরার চেষ্টা করেছিল?

২। 'এতদিনের আশা নির্মূল হইল।'—(ক) কার আশা? (খ) সে কী আশা করেছিল? (গ) তার আশা নির্মূল হল কীভাবে?

৩। 'সাহসের পুরস্কার' গল্পটি পড়ে ইংরেজ সৈন্য অথবা নেপোলিয়ন সম্বন্ধে তোমার কী ধারণা হয়েছে তা সংক্ষেপে লেখ।

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন :

১। 'দেশে ফিরিবার জন্য তাহার প্রাণ কাঁদিত।'—(ক) উদ্ধৃত অংশটি কোন্ লেখকের কোন্ রচনা থেকে নেওয়া হয়েছে? (খ) কার সম্বন্ধে উক্তিটি করা হয়েছে? (গ) দেশে ফেরার জন্য তার প্রাণ কাঁদত কেন?

২। 'সে একবার বিবেচনা··· টিকিতে পারিবে না।'—(ক) উদ্ধৃত অংশটি কোন্ লেখকের কোন্ রচনা থেকে নেওয়া হয়েছে? (খ) কার কোন্ নৌকার কথা এখানে বলা হয়েছে? (গ) নৌকাটি যে সমুদ্রের জলে টিকতে পারবে না তা সে বিবেচনা করে নি কেন?

৩। 'দুঃখে পড়িলেও·········ভাঙায় নাই।'—(ক) উদ্ধৃত অংশটি কোন্ লেখকের কোন রচনা থেকে নেওয়া হয়েছে? (খ) এখানে কোন্ মোহরের কথা বলা হয়েছে? (গ) সে মোহরটি ভাঙায় নি কেন?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন / মৌখিক প্রশ্ন :

(ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম কত সালের কোন্ তারিখে হয়? (খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তিনটি গ্রন্থের নাম বল। (গ) নেপোলিয়ন কে? (ঘ) ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মাঝখানে যে সমুদ্র রয়েছে তার নাম কী?

অর্থ লেখ : উদ্যোগ, সরঞ্জাম আকুল, বিবেচনা, তৎক্ষণাৎ, মহৎ, মোহর।

বাক্যরচনা কর : উদ্যোগ, বিবেচনা, আকুল, নির্মূল, মহৎ।

পদপরিবর্তন কর: আক্রমণ, মেঘ, নীল, সমুদ্র, আকুল, বিবেচনা, সাহস, মহৎ, দয়া।

বৈকুণ্ঠবাবু

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নতুন কিছু পাখি কিম্বা নিলেমে গাছ কেনার দরকার হলে, বৈকুণ্ঠবাবুর ডাক পড়তো। দেখতে বেঁটে-খাটো মানুষটি, মাথায় টাক; রাজ্যের পাখি, গাছ আর নিলেমের জিনিস সংগ্রহ করতে ওস্তাদ ছিলেন ইনি। তখন স্যার রিচার্ড টেম্পল ছোটোলাট—ভারি তাঁর গাছের বাতিক। বৈকুণ্ঠবাবু নিলেমে ছোটোলাটের ডাকের উপর ডাক চড়িয়ে অনেক টাকার একটা গাছ আমাদের গাছ-ঘরে এনে হাজির করলেন। ছোটোলাট খবর পেলেন—গাছ চলে গেছে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে। সঙ্গে সঙ্গে লাটের চাপরাশি পত্র নিয়ে হাজির—ছোটোলাট বাগান দেখতে ইচ্ছে করেছেন। উপায় কী, সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। আমার মখমলের কোট-প্যাণ্ট আবার সিন্দুক থেকে বার হলো। সেজেগুজে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখলেম—ঘোড়ায় চড়ে ছোটোলাট এলেন। খানিক বাগানে ঘুরে একপাত্র চা খেয়ে বিদায় হলেন। বৈকুণ্ঠবাবুর ডেকে-আনা গাছটাও চলে গেলো জোড়াসাঁকো থেকে বেলভেডিয়ার পার্কে।

বৈকুণ্ঠবাবুর বাসা ছিল পাথুরেঘাটায়। সেখান থেকে নিত্য হাজিরি দেওয়া চাই এখানে। একবার ঘোর বৃষ্টিতে রাস্তাঘাট ডুবে এক কোমর জল দাঁড়িয়ে যায়। বৈকুণ্ঠবাবু গলির মোড়ে আটকা—অন্যের যেখানে হাঁটু জল বৈকুণ্ঠবাবুর সেখানে ডুব-জল—এতো ছোটো ছিলেন তিনি। কাজেই একখানা ছোট্ট নৌকা পুকুর থেকে টেনে তুলে তবে তাঁকে চাকরেরা উদ্ধার করে আনে। ছোট্ট মানুষটি, কিন্তু ফন্দি ঘুরতো অনেক রকম তাঁর মাথায়। কতো রকমই যে



ব্যবসার মতলব করতেন তিনি তার ঠিক নেই। একবার বড়ো জেঠামশায় এক বাক্স নিব কিনে আনতে বৈকুণ্ঠবাবুকে হুকুম করেন। তিনি নিলেম থেকে একটা গোরুর গাড়ি বোঝাই নিব কিনে হাজির! আর একবার এক গাড়ি বিলিতি এসেন্স এনে হাজির বাবামশায়ের জন্য। দেখে সবাই অবাক, হাসির ধুম পড়ে গেলো। এই ছোট্ট মানুষটিকে প্রকাণ্ড স্বপ্ন ছাড়া ছোট্টখাটো স্বপ্ন দেখতে কখনো দেখলেম না শেষ পর্যন্ত।

['আপন কথা' থেকে]

লেখক ও লেখা প্রসঙ্গে

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১) একজন ভারত বিখ্যাত চিত্রশিল্পী। তিনি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট আত্মীয়। অবনীন্দ্রনাথের আঁকা ছবির মতোই সুন্দর অবনীন্দ্রনাথের লেখাগুলি। তাঁর একটা বইতে নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন, 'ওবিন ঠাকুর ছবি লেখে।' তিনি ছোটদের জন্য অনেকগুলি বই লিখেছেন। যেমনঃ শকুন্তলা, নালক, ক্ষীরের পুতুল, মারুতির পুঁথি, আপন কথা প্রভৃতি।

'বৈকুণ্ঠবাবু' রচনাটি অবনীন্দ্রনাথের আত্মজীবনী 'আপন কথা' থেকে নেওয়া হয়েছে। এই অংশটিতে তিনি একজন সামান্য মানুষের চিত্র এঁকেছেন অসামান্য ভাষায়।

অনুশীলনী

রচনাধর্মী ও বিষয়মুখী প্রশ্ন :

১। 'বৈকুণ্ঠবাবুর ডেকে আনা···বেলভেডিয়ার পার্কে।'—(ক) বৈকুণ্ঠবাবুর পরিচয় কী? (খ) এখানে কোন্ গাছের কথা বলা হয়েছে? (গ) গাছটা বেলভেডিয়ার পার্কে চলে গেল কেন?

২। 'তাঁকে চাকরেরা উদ্ধার করে আনে।'—(ক) কাকে চাকরেরা উদ্ধার করে এনেছিল? (খ) ঘটনাটি বর্ণনা কর।

৩। বৈকুণ্ঠবাবু যে-সব মজার মজার ঘটনা ঘটাতেন তার দুটি দৃষ্টান্ত দাও।

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন :

১। 'উপায় কী, সাজ সাজ রব পড়ে গেল।'—(ক) উদ্ধৃত অংশটি কোন্ লেখকের কোন্ রচনা থেকে নেওয়া হয়েছে? (খ) 'সাজ-সাজ রব' পড়ে যাওয়ার কারণ কী?

২। 'এই ছোট্ট মানুষটিকে···শেষ পর্যন্ত।'—(ক) ছোট্ট মানুষটি কে? (খ) তাঁর সম্পর্কে উদ্ধৃত মন্তব্যটির অর্থ ভাল করে বুঝিয়ে দাও।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন / মৌখিক প্রশ্ন :

(ক) 'বৈকুণ্ঠবাবু' রচনাটি কোন্ মূল গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে? (খ) অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত দুটি গ্রন্থের নাম বল। (গ) 'বৈকুণ্ঠবাবু' রচনাটিতে লেখক যে-সময়ের কথা বলেছেন তখন বাংলার ছোটলাট কে ছিলেন? (ঘ) বৈকুণ্ঠবাবুর বাসা কোথায় ছিল? (ঙ) বৈকুণ্ঠবাবুকে একবাক্স নিব কিনে আনার হুকুম কে দিয়েছিলেন? তাতে বৈকুণ্ঠবাবু কী করেছিলেন?

অর্থ লেখ : নিলেম, ওস্তাদ, বাতিক, চাপরাশি, মখমল, নিত্য, এসেন্স।

বাক্যরচনা কর : ওস্তাদ, বাতিক, হাজিরি, ফন্দি, ধুম।

পদপরিবর্তন কর : সংগ্রহ, বিদায়, উদ্ধার, প্রকাণ্ড।

বিপরীত শব্দ লেখ : নতুন, কেনা, বেঁটে, হাজির, হাসি।

কৃষিকর্ম

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

আমরা প্রতিদিন যাহা খাই তাহার অধিকাংশ কৃষিকর্ম দ্বারা উৎপন্ন। লোকে নিয়মিতকালে লাঙ্গলাদি দ্বারা ভূমি খনন করিয়া বীজ বপন করে। গাছ জন্মিলে তাহাকে যত্নপূর্বক রক্ষা করে এবং যাহাতে উহা উত্তমরূপে বাড়িতে পারে তাহার উপায় করিয়া দেয়। ফল পাকিলে গাছ কাটিয়া আনে ও ফল পৃথক করিয়া লয়। এইরূপ ভূমি খনন, বীজ বপন প্রভৃতি ক্রিয়াকে কৃষিকর্ম বা চাষ বলে। যাহারা কৃষিকর্ম করে তাহাদের নাম কৃষক বা চাষী।

কৃষি দ্বারা ধান্য, গম, কলায় প্রভৃতি নানাবিধ শস্য জন্মে। তন্মধ্যে ধান্য হইতে তণ্ডুল, যব হইতে ছাতু, গম হইতে ময়দা আর ছোলা, মটর, অড়হর, মুগ, মসূর, মাস প্রভৃতি কলাই হইতে ডাইল হয়। তিল, সর্ষপ প্রভৃতি কতকগুলি শস্য আছে, তাহা হইতে তৈল পাওয়া যায়। ইক্ষু হইতে গুড়, চিনি, মিছরি হয়। শাক, পটোল, আলু, মূলা, লাউ, কুমড়া, ফুটি, তরমুজ ইত্যাদি খাদ্যসামগ্রীও কৃষিকর্ম দ্বারা উৎপন্ন হয়।

কৃষিকর্ম দ্বারা কার্পাস জন্মে। কার্পাসের বীজ পৃথক করিলে তূলা হয়; তূলা হইতে সূত্র হয়; সূত্রে বস্ত্র প্রস্তুত করে, আমরা সেই বস্ত্র পরি। অতএব আমাদের পরিধান বস্ত্রও কৃষিকর্ম দ্বারা লব্ধ হয়।

ফল পাকিলে যে সকল উদ্ভিদ শুষ্ক ও জীবনহীন হয়, তাহাদিগকে ওষধি কহে। যেমন, ধান্য, কলাই, লাউ, কুমড়া, কদলী ইত্যাদি।



বাঁশও ফুল ফল হইলে মরিয়া যায়। এই জন্য লোকে বাঁশের ফুল হওয়া দোষ মনে করে।

ইদানীং অনেকেই কৃষিকর্মকে অশ্রদ্ধা করিয়া থাকেন; কিন্তু বাস্তবিক উহা অতি সম্মানের কার্য। পূর্বকালে উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরাও চাষ করিতে লজ্জিত হইতেন না। বহুকাল পূর্বে, রোম দেশে সিন্‌সিনেটাস্ নামে এক অসাধারণ বীরপুরুষ বাস করিতেন। তাঁহার সময়ে রোমরাজ্য একবার প্রবল শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হয়। সকলেই একমত হইয়া স্থির করিল যে, সিন্‌সিনেটাস্‌কেই সৈন্যাধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করিতে হইবে। দূতেরা যখন তাঁহার নিকট সংবাদ লইয়া যায়, তখন তিনি স্বহস্তে ভূমি কর্ষণ করিতেছিলেন।

আমাদের দেশে ভূমিকে লক্ষ্মী বলে। সুনিয়মে চাষ করিতে পারিলে অল্প দিনের মধ্যেই লোকে ধনবান্ হইতে পারে। চব্বিশ পরগনার দক্ষিণ বিভাগে এক ব্যক্তি কয়েক বিঘা ভূমিতে কেবল নারিকেল বৃক্ষ রোপণ করিয়া দ্বাদশ বৎসরের মধ্যেই বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন হইয়াছিল। যশোর জিলার একস্থান বহুকাল পতিত অবস্থায় ছিল। সেখানে কেবল দুই একটি খর্জুর বৃক্ষ ভিন্ন অপর কোন বৃক্ষ সতেজে জন্মিত না। ইহা দেখিয়া এক সাহেব ঐ ভূমি খর্জুর বৃক্ষের উপযোগী

বুঝিতে পারিয়া উহাতে বহু সংখ্যক খর্জুর বৃক্ষ রোপণ করেন; এবং অল্প দিনের মধ্যেই যথেষ্ট ধন উপার্জন করিয়া স্বদেশে গমন করেন।

কৃষিকর্মে প্রবৃত্ত হইলে উদ্ভিদদিগের পুষ্টিসাধনের জন্য কি কি উপায়ের প্রয়োজন হয়, তাহা অবগত হওয়া আবশ্যক। প্রাণিগণের ন্যায় উদ্ভিদেরাও বায়ু, আলোক, উত্তাপ, জল ও উপযুক্ত খাদ্য ভিন্ন জীবনধারণ করিতে পারে না; অতএব যাহাতে এ সমুদয়ের মধ্যে কোনওটির কিছু মাত্র অভাব না হয়, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

['বোধোদয়' থেকে]

লেখক ও লেখা প্রসঙ্গে

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১) নানা দিক দিয়ে বাংলা দেশের একজন অসাধারণ ব্যক্তি। তাঁর পাণ্ডিত্য, মাতৃভক্তি, দয়া প্রভৃতির জন্য তিনি যেমন স্মরণীয়—তেমনি সমাজ-সংস্কার, শিক্ষাবিস্তার প্রভৃতির জন্যও তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। আবার বাংলা গদ্যসাহিত্যের প্রথম যুগের লেখকদের মধ্যে তাঁকেই শ্রেষ্ঠ বলা হয়। বিদ্যাসাগর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে শকুন্তলা, সীতার বনবাস, আত্মজীবনী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

'কৃষিকর্ম' নামক রচনাটিতে লেখক দেখিয়েছেন চাষবাসের কাজ মোটেই মর্যাদা-হানিকর নয়। পৃথিবীর বহু বিখ্যাত ব্যক্তি চাষবাসের কাজ করেছেন। তাছাড়া চাষবাসের মাধ্যমে যথেষ্ট অর্থও উপার্জন করা যায়।

অনুশীলনী

রচনাধর্মী ও বিষয়মুখী প্রশ্ন :

১। কৃষিকর্ম বা চাষ কাকে বলে? কৃষি থেকে আমরা কী কী দ্রব্য পাই?

২। 'তখন তিনি স্বহস্তে ভূমি কর্ষণ করিতেছিলেন।'—(ক) কার সম্বন্ধে একথা বলা হয়েছে? (খ) কখন তিনি 'ভূমি কর্ষণ' করছিলেন? (গ) উক্তিটির দ্বারা লেখক কী বোঝাতে চেয়েছেন?

৩। 'সুনিয়মে চাষ করিতে পারিলে অল্প দিনের মধ্যেই লোকে ধনবান হইতে

পারে।'—(ক) উক্তিটি কোন্ রচনায় আছে? (খ) রচনাটির লেখক কে? (গ) উক্তিটির সমর্থনে লেখক যে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন তা উল্লেখ কর।

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন:

১। 'অতএব আমাদের পরিধান-বস্ত্রও কৃষিকর্ম দ্বারা লব্ধ হয়।' –(ক) উদ্ধৃত অংশটি কোন্ লেখকের কোন্ রচনা থেকে নেওয়া হয়েছে? (খ) 'পরিধান-বস্ত্র' কীভাবে কৃষিকর্ম দ্বারা পাওয়া যায় তা বুঝিয়ে দাও।

২। 'আমাদের দেশে ভূমিকে লক্ষ্মী বলে।'—ক) উক্তিটি কোন্ লেখকের কোন্ রচনায় আছে? (খ) 'লক্ষ্মী' কে? (গ) আমাদের দেশে ভূমিকে 'লক্ষ্মী' বলা হয় কেন?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন / মৌখিক প্রশ্ন:

(ক) 'কৃষিকর্ম' রচনাটি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কোন্ গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে? (খ) বিদ্যাসাগর রচিত দুটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের নাম বল। (গ) কোন্ কোন্ শস্য থেকে তেল পাওয়া যায়? (ঘ) 'ওষধি' কাকে বলে? (ঙ) 'সিন্‌সিনেটাস্' কে?

অর্থ লেখ: তণ্ডুল, সর্ষপ, ইদানীং, বিলক্ষণ, সঙ্গতিপন্ন, অবগত, সমুদয়, পুষ্টি, প্রবৃত্ত, আবশ্যক।

বাক্যরচনা কর: উৎপন্ন আক্রান্ত, বিলক্ষণ, উপযোগী, প্রবৃত্ত, উপার্জন।

সন্ধিবিচ্ছেদ কর: তন্মধ্যে সৈন্যাধ্যক্ষ উপার্জন।

বিপরীত শব্দ লেখ: শুষ্ক, দোষ, সম্মান, শত্রু, স্বদেশ, গমন, আবশ্যক।

বানানগুলি জেনে রাখ: শস্য সূত্র, ওষধি, সৈন্যাধ্যক্ষ, রোপণ, লক্ষ্মী।

লঘুদণ্ড

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অশ্বারোহী পর্বতের উপর হইতে দেখিল, চারিজনে একজনকে বাঁধিয়া রাখিয়া চলিয়া গেল। আগে কি হইয়াছে তাহা সে দেখে নাই, তখন সে পৌঁছে নাই। অশ্বারোহী নিঃশব্দে লক্ষ্য করিতে লাগিল, উহারা কোন্ পথে যায়। তাহারা যখন নদীর বাঁক ফিরিয়া পর্বতান্তরালে অদৃশ্য হইল তখন অশ্বারোহী অশ্ব হইতে নামিল। পরে অশ্বের গায়ে হাত বুলাইয়া বলিল, 'বিজয়, এখানে থাকিও—আমি আসিতেছি, কোন শব্দ করিও না।' অশ্ব স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার আরোহী পাদচারে দ্রুতবেগে পর্বত হইতে অবতরণ করিলেন।

অশ্বারোহী পদব্রজে মিশ্র ঠাকুরের কাছে আসিয়া তাঁহাকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিলেন। মুক্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি হইয়াছে অল্প কথায় বলুন।' মিশ্র বলিলেন, "চারিজনের সঙ্গে আমি একত্র আসিতেছিলাম। তাহাদের চিনি না—পথের আলাপ ; তাহারা বলে 'আমরা বণিক'। এইখানে আসিয়া তাহারা মারিয়া ধরিয়া আমার যাহা কিছু ছিল কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে।"

প্রশ্নকর্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি কি লইয়া গিয়াছে ?'

ব্রাহ্মণ বলিল, 'একগাছি মুক্তার বালা, কয়টি আশরফি, দুইখান পত্র।'

প্রশ্নকর্তা বলিলেন, 'আপনি এখানে থাকুন। উহারা কোন্ দিকে গেল, আমি দেখিয়া আসি।'

ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'আপনি যাইবেন কি প্রকারে ? তাহারা

চারিজন, আপনি একা।' আগন্তুক বলিল, 'দেখিতেছেন না, আমি রাজপুত সৈনিক।'

অনন্ত মিশ্র দেখিলেন, এই ব্যক্তি যুদ্ধব্যবসায়ী বটে। তাহার কোমরে তরবারি এবং পিস্তল এবং হস্তে বর্শা। তিনি ভয়ে আর কথা কহিলেন না।

রাজপুত যে পথে দস্যুগণকে যাইতে দেখিয়াছিলেন, সেই পথে অতি সাবধানে তাহাদিগকে অনুসরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বনমধ্যে আসিয়া আর পথ পাইলেন না, অথবা দস্যুদিগের কোন নিদর্শন পাইলেন না।

তখন রাজপুত আবার পর্বতের শিখরদেশে আরোহণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ দৃষ্টি করিতে করিতে দেখিলেন যে, দূরে বনের ভিতর প্রচ্ছন্ন থাকিয়া চারিজনে যাইতেছে। সেইখানে কিছুক্ষণ অবস্থিতি করিয়া দেখিতে লাগিলেন, ইহারা কোথায় যায়। দেখিলেন, কিছু পরে উহারা একটা পাহাড়ের তলদেশে গেল, তাহার পর উহাদের আর দেখা গেল না। তখন রাজপুত সিদ্ধান্ত করিলেন যে, উহারা হয় ঐখানে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছে—বৃক্ষাদির জন্য দেখা যাইতেছে না; নয়, ঐ পর্বততলে গুহা আছে, তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

রাজপুত বৃক্ষাদি চিহ্নদ্বারা সেই স্থানে যাইবার পথ বিলক্ষণ করিয়া নিরূপণ করিলেন। পরে অবতরণ করিয়া বনমধ্যে প্রবেশ-পূর্বক সেই সকল চিহ্নলক্ষিত পথে চলিলেন। এইরূপে বিবিধ কৌশলে তিনি পূর্বলক্ষিত স্থানে আসিয়া দেখিলেন, পর্বততলে একটি গুহা আছে। গুহামধ্যে মনুষ্যের কথাবার্তা শুনিতে পাইলেন।

এই পর্যন্ত আসিয়া রাজপুত কিছু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। উহারা চারিজন—তিনি একা; এক্ষণে গুহামধ্যে প্রবেশ করা উচিত

কিনা! যদি গুহাদ্বার রোধ করিয়া উহারা চারিজনে তাঁহার সঙ্গে সংগ্রাম করে, তবে তাঁহার বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু একথা রাজপুতের মনে বড় অধিকক্ষণ স্থান পাইল না—মৃত্যুভয় আবার ভয় কি? মৃত্যুভয়ে রাজপুত কোন কার্য হইতে বিরত হয় না। কিন্তু দ্বিতীয় কথা এই যে, তিনি গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেই তাঁহার হস্তে দুই একজন অবশ্যই মরিবে; যদি উহারা সেই দস্যুদল না হয়? তবে নিরপরাধীর হত্যা হইবে!

এই ভাবিয়া রাজপুত সন্দেহ ভঞ্জনার্থ অতি ধীরে ধীরে গুহাদ্বারের নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়া অভ্যন্তরস্থ ব্যক্তিগণের কথাবার্তা কর্ণপাত করিয়া শুনিতে লাগিলেন। দস্যুরা তখন অপহৃত সম্পত্তির বিভাগের কথা কহিতেছিল। শুনিয়া রাজপুতের নিশ্চয় প্রতীতি হইল যে, উহারা দস্যু বটে। রাজপুত তখন গুহামধ্যে প্রবেশ করাই স্থির করিলেন।

ধীরে ধীরে বর্শা বনমধ্যে লুকাইলেন। পরে অসি নিষ্কোষিত



করিয়া দক্ষিণ হস্তে দৃঢ় মুষ্টিতে ধারণ করিলেন। বাম হস্তে পিস্তল লইলেন। দস্যুরা যখন অন্যমনস্ক ছিল, সেই সময়ে রাজপুত অতি সাবধানে পাদবিক্ষেপ করিতে করিতে গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেন। দলপতি গুহাদ্বারের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া বসিয়াছেন। প্রবেশ করিয়া রাজপুত দৃঢ়মুষ্টিধৃত তরবারি দলপতির মস্তকে আঘাত করিলেন। তাঁহার হস্তে এত বল যে, এক আঘাতেই মস্তক দ্বিখণ্ড হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল। সেই মুহূর্তেই দ্বিতীয় একজন দস্যু, যে দলপতির কাছে বসিয়াছিল, তাহার দিকে ফিরিয়া রাজপুত তাহার মস্তকে এরূপ কঠিন পদাঘাত করিলেন যে, সে মূছিত হইয়া ভূতলে পড়িল। রাজপুত অন্য দুইজনের দিকে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন যে, একজন গুহাপ্রান্তে থাকিয়া তাঁহাকে প্রহার করিবার জন্য এক খণ্ড প্রস্তর তুলিতেছে। রাজপুত তাহাকে লক্ষ্য করিয়া পিস্তল উঠাইলেন ; সে আহত হইয়া ভূতলে পড়িয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল। অবশিষ্ট মাণিকলাল, বেগতিক দেখিয়া গুহাদ্বারপথে বেগে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল। রাজপুতও বেগে তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া গুহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। এই সময়ে রাজপুত যে-বর্শা বনমধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা মাণিকলালের পায়ে ঠেকিল। মাণিকলাল তৎক্ষণাৎ তাহা তুলিয়া লইয়া দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিয়া রাজপুতের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, 'মহারাজ! আমি আপনাকে চিনি। ক্ষান্ত হউন, নহিলে এই বর্শায় বিদ্ধ করিব।'

রাজপুত হাসিয়া বলিলেন, 'তুমি যদি আমাকে বর্শা মারিতে পারিতে, তাহা হইলে আমি উহা বাম হস্তে ধরিতাম। কিন্তু উহা মারিতে পারিবে না—এই দেখ,' এই কথা বলিতে না বলিতে রাজপুত তাঁহার হাতের খালি পিস্তল দস্যুর দক্ষিণ হস্তের মুষ্টি লক্ষ্য করিয়া

ছুঁড়িয়া মারিলেন ; দারুণ প্রহারে তাহার হাতের বর্শা খসিয়া পড়িল। রাজপুত তাহা তুলিয়া লইয়া মাণিকলালের চুল ধরিলেন এবং অসি উত্তোলন করিয়া তাহার মস্তকচ্ছেদনে উদ্যত হইলেন।

মাণিকলাল তখন কাতর স্বরে বলিল, 'মহারাজাধিরাজ! আমার জীবন দান করুন--রক্ষা করুন—আমি শরণাগত।'

রাজপুত তাহার কেশ ত্যাগ করিলেন, তরবারি নামাইলেন। বলিলেন, 'তুই মরিতে এত ভীত কেন?'

মাণিকলাল বলিল, 'আমি মরিতে ভীত নহি। কিন্তু আমার একটি সাত বৎসরের কন্যা আছে, সে মাতৃহীন, তাহার আর কেহ নাই —কেবল আমি। আমি প্রাতে তাহাকে আহার করাইয়া বাহির হইয়াছি, আবার সন্ধ্যাকালে গিয়া আহার দিব, তবে সে খাইবে; আমি তাহাকে রাখিয়া মরিতে পারিতেছি না। আমি মরিলে সে মরিবে। আমাকে মারিতে হয়, আগে তাহাকে মারুন।'

দস্যু কাঁদিতে লাগিল। পরে চক্ষুর জল মুছিয়া বলিতে লাগিল, 'মহারাজাধিরাজ, আমি আপনার পাদস্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি, আর কখনও দস্যুতা করিব না। চিরকাল আপনার দাসত্ব করিব। আর যদি জীবন থাকে, একদিন না একদিন এ ক্ষুদ্র ভৃত্য হইতে উপকার হইবে।'

রাজপুত বলিলেন, 'তুমি আমাকে চেন?'

দস্যু বলিল, 'মহারাণা রাজসিংহকে কে না চিনে?'

তখন রাজসিংহ বলিলেন, 'আমি তোমার জীবন দান করিলাম। কিন্তু তুমি ব্রাহ্মণের ব্রহ্মস্ব হরণ করিয়াছ, আমি যদি তোমাকে কোন প্রকার দণ্ড না দিই, তবে আমি রাজধর্মে পতিত হইব।'

মাণিকলাল বিনীতভাবে বলিল, 'মহারাজাধিরাজ! এ পাপে

আমি নূতন ব্রতী, অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রতি লঘুদণ্ডেরই বিধান করুন। আমি আপনার সম্মুখেই শাস্তি লইতেছি।'

এই বলিয়া দস্যু কটিদেশ হইতে ক্ষুদ্র ছুরিকা নির্গত করিয়া, অবলীলাক্রমে আপনার তর্জনী অঙ্গুলি ছেদন করিতে উদ্যত হইল। ছুরিতে মাংস কাটিল, অস্থি কাটিল না। তখন মাণিকলাল এক শিলাখণ্ডের উপর হস্ত রাখিয়া, ঐ অঙ্গুলির উপর ছুরিকা বসাইয়া আর একখণ্ড প্রস্তরের দ্বারা তাহাতে ঘা মারিল। আঙ্গুল কাটিয়া মাটিতে পড়িল। দস্যু বলিল, 'মহারাজ! এই দণ্ড মঞ্জুর করুন।'

রাজসিংহ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, দস্যু ভ্রূক্ষেপও করিতেছে না। বলিলেন, 'ইহাই যথেষ্ট। তোমার নাম কি?'

দস্যু বলিল, 'এ অধমের নাম মাণিকলাল সিংহ। আমি রাজপুতকুলের কলঙ্ক।'

রাজসিংহ বলিলেন, 'মাণিকলাল, আজি হইতে তুমি আমার কার্যে নিযুক্ত হইলে। এক্ষণে তুমি অশ্বারোহী সৈন্যভুক্ত হইলে। তোমার কন্যা লইয়া উদয়পুরে যাও; তোমাকে ভূমি দিব, বাস করিও।'

মাণিকলাল তখন রাণার পদধূলি গ্রহণ করিল এবং রাণাকে ক্ষণকাল অবস্থিতি করাইয়া গুহা মধ্যে প্রবেশ করিয়া তথা হইতে অপহৃত মুক্তাবলয়, পত্র দুইখানি এবং আশরফি আনিয়া দিল।

['রাজসিংহ' থেকে]

লেখক ও লেখা প্রসঙ্গে

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-৯৪) বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক। তাঁকে বলা হয় 'সাহিত্য সম্রাট'। বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তাঁর দক্ষতা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। তাঁর রচিত উল্লেযোগ্য গ্রন্থ: দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, বিষবৃক্ষ, রাজসিংহ, আনন্দমঠ, কমলাকান্তের দপ্তর প্রভৃতি।

'লঘুদণ্ড' নামক কাহিনীটিতে একদিকে যেমন রাজপুত রাজা রাজসিংহের

শক্তি, সাহস, বুদ্ধি ও ন্যায়পরায়ণতার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে দস্যু মাণিকলালের গভীর সন্তানস্নেহ, অপরাধবোধ ও স্বেচ্ছায় শাস্তি গ্রহণ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে দেখানো হয়েছে যে, মাণিকলাল দস্যু হলেও অমানুষ নয়।

অনুশীলনী

রচনাধর্মী ও বিষয়মুখী প্রশ্ন :

১। 'বিজয়, এখানে থাকিও—আমি আসিতেছি।'—(ক) বক্তা কে? (খ) 'বিজয়' কে? (গ) বক্তা কী জন্য কোথায় গেলেন?

২। 'এই পর্যন্ত আসিয়া রাজপুত কিছু ইতস্তত: করিতে লাগিলেন।'—(ক) 'রাজপুত' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে? (খ) তিনি কোন্ পর্যন্ত গিয়েছিলেন? (গ) তিনি ইতস্তত: করছিলেন কেন?

৩। রাজপুত তখন গুহামধ্যে প্রবেশ করাই স্থির করিলেন।'—(ক) 'রাজপুত' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে? (খ) কখন তিনি গুহার মধ্যে প্রবেশ করা স্থির করলেন? (গ) আগে তিনি গুহার মধ্যে প্রবেশ করেন নি কেন?

৪। 'তুই মরিতে এত ভীত কেন?'—(ক) কে, কাকে একথা বলেছেন? (খ) যাকে উদ্দেশ্য করে একথা বলা হয়েছে উত্তরে সে কী বলেছিল?

৫। 'মহারাজ! এই দণ্ড মঞ্জুর করুন।'—(ক) বক্তা কে? (খ) 'মহারাজ' কে? (গ) বক্তা কী দণ্ড মঞ্জুর করার জন্য মহারাজের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছে?

৬। 'লঘুদণ্ড' কাহিনী অনুসরণে মহারাণা রাজসিংহের চরিত্র বর্ণনা কর।

৭। 'লঘুদণ্ড' কাহিনী অনুসরণে দস্যু মাণিকলালের চরিত্র বর্ণনা কর।

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন :

১। 'দেখিতেছেন না, আমি রাজপুত সৈনিক।'—(ক) বক্তা কে? (খ) কী প্রসঙ্গে তিনি একথা বলেছেন? (গ) উক্তিটির দ্বারা বক্তা কী বোঝাতে চেয়েছেন?

২। 'মৃত্যুভয়ে রাজপুত কোন কার্য হইতে বিরত হয় না।'—(ক) উদ্ধৃত অংশটি কোন্ লেখকের কোন্ রচনা থেকে নেওয়া হয়েছে? (খ) কী প্রসঙ্গে উক্তিটি করা হয়েছে? (গ) উক্তিটির অর্থ বুঝিয়ে দাও।

৩। 'আমি যদি তোমাকে…রাজধর্মে পতিত হইব।'—(ক) বক্তা কে? (খ) কাকে একথা বলেছেন? (গ) বক্তার কথাগুলির অর্থ বুঝিয়ে দাও।

৪। 'আমি রাজপুত কুলের কলঙ্ক।'—(ক) বক্তা কে? (খ) কাকে উদ্দেশ্য করে একথা বলা হয়েছে? (গ) উক্তিটির অর্থ বুঝিয়ে দাও।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন / মৌখিক প্রশ্ন :

(ক) 'লঘুদণ্ড' রচনাটি বঙ্কিমচন্দ্রের কোন্ উপন্যাস থেকে নেওয়া হয়েছে? (খ) বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা তিনটি উপন্যাসের নাম বল। (গ) রাজসিংহ কোথাকার রাণা ছিলেন? (ঘ) রাজসিংহের ঘোড়ার নাম কী ছিল? (ঙ) দস্যুরা ব্রাহ্মণের কাছ থেকে কী কী জিনিস কেড়ে নিয়ে গিয়েছিল? (চ) রাজসিংহের কাছে কী কী অস্ত্র ছিল? (ছ) যে দস্যুটি মহারাণার কাছে প্রাণভিক্ষা চেয়েছিল তার নাম কী? (জ) দস্যুরা যে-ব্রাহ্মণের জিনিস কেড়ে নিয়েছিল তার নাম কী?

অর্থ লেখ : পর্বতান্তরালে, অদৃশ্য, পাদচারে, পদব্রজে, অবতরণ, বণিক, আশরফি, আগন্তুক, যুদ্ধব্যবসায়ী অনুসরণ, নিদর্শন, আরোহণ, কিয়ৎক্ষণ, ইতস্ততঃ, প্রচ্ছন্ন, অবস্থিতি, সিদ্ধান্ত, বিলক্ষণ, নিরূপণ, বিবিধ কৌশলে, সংগ্রাম, বিরত, সন্দেহ-ভঞ্জনার্থ, অভ্যন্তরস্থ, প্রতীতি, অপহৃত, নিষ্কোষিত, অন্যমনস্ক, পাদবিক্ষেপ, মূর্ছিত, প্রস্তর, তৎক্ষণাৎ, বেগতিক, নিক্রান্ত, ঊর্ধ্বশ্বাসে, ধাবিত, ক্লান্ত, অসি, উত্তোলন, উদ্যত, শরণাগত, শপথ, ব্রহ্মস্ব, দণ্ড, বিনীতভাবে, ব্রতী, অনুগ্রহ, বিধান, কটিদেশ, ছুরিকা, নির্গত, অবলীলাক্রমে, তর্জনী, অঙ্গুলি, ছেদন, অস্থি, মঞ্জুর, বিস্মিত, ভ্রূক্ষেপ, যথেষ্ট, রাজপুতকুলের, কলঙ্ক, অপহৃত।

বাক্যরচনা কর : অদৃশ্য, অনুসরণ, নিদর্শন, ইতস্ততঃ, প্রচ্ছন্ন, অবতরণ, বিরত, অপহৃত, অন্যমনস্ক, মূর্ছিত ঊর্ধ্বশ্বাসে, ধাবিত, শপথ, অনুগ্রহ, উদ্যত।

সন্ধিবিচ্ছেদ কর : অশ্বারোহী, পর্বতান্তরালে, ইতস্ততঃ, প্রচ্ছন্ন, বৃক্ষাদি, অভ্যন্তর, পর্যন্ত, নিশ্চয়, পদাঘাত, শরণাগত, নির্গত, যথেষ্ট।

পদপরিবর্তন কর : পর্বত, নিঃশব্দ, মুক্ত, আলাপ, জিজ্ঞাসা, ভয়, অনুসরণ, প্রবেশ, চিহ্ন, উচিত, রোধ, সন্দেহ, অপহৃত, নিশ্চয়, বন, কঠিন, প্রহার, উত্তোলন, দান, রক্ষা, আহার, চক্ষু, জল, দাসত্ব, উপকার, ব্রাহ্মণ, হরণ, দণ্ড, পতিত, বিনীত, নূতন, নির্গত, মাংস, কলঙ্ক, গ্রহণ, অর্পণ।

নদীপথে

এস. ওয়াজেদ আলি

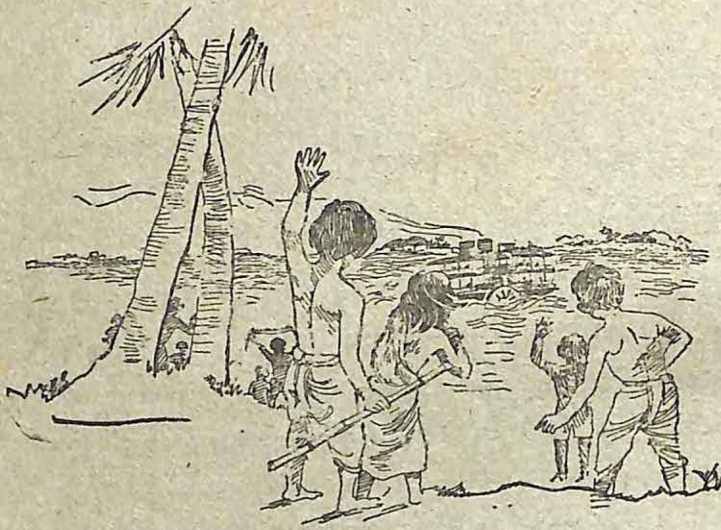
ষ্টীমারে চড়ে কীর্তনখোলা নদীর উপর দিয়ে যাচ্ছিলুম। তীরে মাইলের পর মাইল ধরে সুপারি আর নারিকেল গাছের সার। তাদের ফাঁকে ফাঁকে পল্লী আর প্রান্তর। গাছ, মাঠ, লোকালয় আর নদীতে মিলে সে এক চমৎকার ছবির সৃষ্টি করেছিল। মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাই দেখছিলুম।

চলতে চলতে একটি গণ্ডগ্রামের খড়ো ঘরগুলি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। চারিদিকে বস্তি, আর মাঝখানে মাঝারি রকমের স্বচ্ছ একটি পুকুর। নারিকেল আর তালগাছের গুঁড়ি দিয়ে তার চারিদিকে ঘাট বাঁধা। বেলা তখনও এক প্রহর অতিক্রম করে নি। গাঁয়ের মেয়েরা সব পুকুরের ধারে জটলা করছিল। কেউ বাসন মাজছিল, কেউ জল তুলছিল, আবার কেউ-বা কলসী-কাঁখে প্রতিবেশিনীর সঙ্গে গল্প করতে করতে বাড়ি ফিরছিল।

গাঁয়ের বাইরে মাঠ। পুরুষেরা সেখানে কেউ লাঙ্গল দিয়ে মাটি চষছিল, কেউ বীজ বুনছিল ; আবার কেউ বা জমির উপর মই চালিয়ে মাটি ভাঙছিল।

গ্রাম পার হয়ে আমরা মাঠ অতিক্রম করে যেতে লাগলুম। খোলা জায়গায় গাঁয়ের ছেলেরা সব ছুটোছুটি করছিল। তাদের মনে এখনও সাংসারিক ভাবনার ঘুণ ধরে নি। প্রাণ খুলেই তারা তাদের খেলা উপভোগ করছিল।

ষ্টীমার দেখে কৌতুকের এক অদম্য প্রবৃত্তি তাদের মনে জেগে উঠলো। কেউ তার ছোট হাতটি নেড়ে আমাদের ডাকতে লাগলো,



কেউ জিভ বার করে আমাদের প্রতি তার অহেতুক অথচ অপরিসীম অবজ্ঞা প্রকাশ করতে লাগলো, আবার কেউ জোরে হাততালি দিয়ে নাচতে নাচতে তার লঘু মনের উচ্ছল আনন্দ ব্যক্ত করতে লাগলো।

এই ভাবনা-হীন কৌতুক-নিরত শিশুর দলকে অতিক্রম করে আমাদের ষ্টীমার গম্ভীর প্রবীণ ব্যক্তিটির মতো তার গন্তব্য পথে চলছিল। সেই ক্ষুদ্র লোকালয় ধীরে ধীরে আমাদের দৃষ্টিপথ থেকে অদৃশ্য হলো। আবার আমরা নির্জন প্রকৃতির সামনে এসে পড়লুম।

['মাশুকের দরবার' থেকে : সংক্ষেপিত]

লেখক ও লেখা প্রসঙ্গে

এস. ওয়াজেদ আলি (১৮৯০—১৯৫১) গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনী, প্রবন্ধ প্রভৃতি লিখে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : মাশুকের দরবার, প্রেমের মুসাফির, দরবেশের দোয়া, ভবিষ্যতের বাঙ্গালী প্রভৃতি।

স্টীমারে করে যাওয়ার সময় লেখক নদীর ধারে পল্লীবাংলার যে দৃশ্য দেখেছিলেন বর্তমান রচনায় তা বর্ণনা করেছেন।

অনুশীলনী

রচনাধর্মী ও বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১। লেখক এস. ওয়াজেদ আলি স্টীমারে করে যাওয়ার সময় একটি গণ্ড-গ্রামের যে দৃশ্য দেখেছিলেন তা নিজের ভাষায় লেখ।

২। লেখক এস. ওয়াজেদ আলি স্টীমারে করে যাওয়ার সময় গ্রামের ছেলেদের যে কাণ্ড-কারখানা দেখেছিলেন তা নিজের ভাষায় লেখ।

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন ঃ

১। 'মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাই দেখছিলুম।'—(ক) উদ্ধৃত অংশটি কোন্ লেখকের কোন্ রচনা থেকে নেওয়া হয়েছে? (খ) কী প্রসঙ্গে উক্তিটি করা হয়েছে? (গ) লেখকের মুগ্ধ হওয়ার কারণ কী?

২। 'তাদের মনে এখনও সাংসারিক ভাবনার ঘুণ ধরে নি!'—(ক) উদ্ধৃত অংশটি কোন্ লেখকের কোন্ রচনা থেকে নেওয়া হয়েছে? (খ) কী প্রসঙ্গে উক্তিটি করা হয়েছে? (গ) উক্তিটির অর্থ বুঝিয়ে দাও।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন / মৌখিক প্রশ্ন ঃ

(ক) 'নদীপথে' রচনাটি কোন্ মূল গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে? (খ) এস. ওয়াজেদ আলি রচিত দুটি গ্রন্থের নাম বল। (গ) লেখক স্টীমারে করে কোন্ নদীর ওপর দিয়ে যাচ্ছিলেন? (ঘ) স্টীমারে করে যাওয়ার সময় লেখক মাঠে কী দৃশ্য দেখেছিলেন?

অর্থ লেখ ঃ প্রান্তর, গণ্ডগ্রাম, স্বচ্ছ, প্রহর, অতিক্রম, কৌতুক, অদম্য, প্রবৃত্তি, অহেতুক, অপরিসীম, অবজ্ঞা, উজ্জ্বল ব্যক্ত, নিরত, প্রবীণ, অদৃশ্য, নির্জন।

বাক্যরচনা কর ঃ মুগ্ধ জটলা, অদম্য, উজ্জ্বল, গন্তব্য, উপভোগ, নির্জন।

সন্ধিবিচ্ছেদ কর ঃ লোকালয়, মুগ্ধ, স্বচ্ছ, উজ্জ্বল, গন্তব্য, নির্জন।

পদপরিবর্তন কর ঃ গাছ, মাঠ, মুগ্ধ, স্বচ্ছ, অতিক্রম, জল, মাটি, প্রকাশ, উজ্জ্বল, আনন্দ, গম্ভীর, ক্ষুদ্র, নির্জন।

বিপরীত শব্দ লেখ ঃ সৃষ্টি, খোলা, ছোট, প্রকাশ, লঘু, আনন্দ, ব্যক্ত, প্রবীণ, ক্ষুদ্র।

ত্রিশ বেত

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

সে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সমসাময়িক কথা। আরার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বারবার কুমারসিংহকে তাঁহার সঙ্গে আরায় গিয়া সাক্ষাৎ করিবার জন্য তলব পাঠাইতেছিলেন। কুমারসিংহ তাহা গ্রাহ্য করেন নাই। শেষবার যখন আবার দেখা করিবার জন্য তলব আসিল, তখন তিনি শেষটায় সেখানে যাওয়া স্থির করিলেন।...

কুমারসিংহের প্রতি এই ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের একেবারেই সুদৃষ্টি ছিল না। তিনি নানাভাবে সন্দেহ করিতেন যে, কুমারসিংহ হয়তো বিদ্রোহী সিপাহীদের সঙ্গে যোগদান করিবেন। এইসব নানা কারণে তাঁহাকে হাতে রাখিবার জন্য যত্নবান ছিলেন। এ সন্দেহের কারণও ছিল। কুমারসিংহের এক ভাইপো বিদ্রোহী দলে যোগদান করিয়াছিলেন।

কুমারসিংহ জগদীশপুর হইতে আরা সহরে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে চলিলেন। সঙ্গে লইয়া গেলেন জনকয়েক সাহসী ও বিশ্বাসী অনুচর। আপনার বসিবার খাটিয়াখানিতে করিয়া কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের এজলাসে একেবারে তাঁহার আসনের পাশে নিজের আসনখানি লইয়া গিয়া বসিলেন।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব রাগিয়া বলিলেন, 'আপনাকে আমি আসবার জন্য তলব দিয়েছি, তবু আপনি আসেন নি কেন?'

'প্রয়োজন মনে করি নি সাহেব।'

'বেশ! আপনি যে আমার হুকুম অমান্য করে এজলাসে আমার

সামনে খাটিয়া স্থাপন করে বসেছেন, সেজন্য আপনাকে আমি কঠোর দণ্ড দিতে পারি।'

গর্জিয়া উঠিলেন কুমারসিংহ, 'বল না, কী দণ্ড দিতে পার তুমি ইংরাজ!'

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ক্রোধের সহিত বলিলেন, 'তোমাকে ত্রিশ বেত মেরে কাছারি থেকে বের করে দিতে পারি। চাপরাসি ইধার আও! বোলাও দারোগা সাহেব কো!'

বৃদ্ধ কুমারসিংহ সিংহবিক্রমে খাটিয়া হইতে লাফাইয়া উঠিলেন এবং সাহেবের গলা ধরিয়া নিজের হাতের বেতখানি লইয়া ম্যাজিস্ট্রেটকে মারিতে আরম্ভ করিলেন।

এক, দো, তিন, চার, পাঁচ···, এই ভাবে তাঁহাকে ত্রিশ বেত মারিয়া নিজের খাটিয়ার উপর বসিয়া সঙ্গের লোকদের হুকুম করিলেন,



'চলো ঘর।' যাইবার সময় সাহেবকে বলিলেন, 'ক্যায়া এংরাজ তিশ বেত হুয়া?'

তাঁহার সহচরেরা খাটিয়া তুলিয়া লইয়া যাত্রা করিল জগদীশপুরের দিকে।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ক্রোধে কাঁপিতে লাগিলেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কাছারির সমুদয় আমলা বরকন্দাজ সেপাই-সান্ত্রী কাহারো এমন ক্ষমতা হইল না যে, কুমারসিংহের গতিরোধ করে।

বিদ্রোহী সিপাহীরা যখন কুমারসিংহের এই বীরত্বের কথা শুনিল, তখন তাহারা আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া বলিল, 'আপনি আমাদের সঙ্গে যোগদান করুন।'

কুমারসিংহ একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, 'ভাইসব, তোমরা যদি ত্রিশ বৎসর আগে আসতে, তাহলে আমি ইংরাজদের এদেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে পারতাম। এখন আর যৌবনের সে শক্তি, সে তেজ আমার নাই।'

কিন্তু তাহারা বিচলিত হইল না। কুমারসিংহ প্রমাদ গণিলেন। জগদীশপুরে তাঁহার বাড়ির প্রান্তরে বিদ্রোহী সেনারা অশ্বারোহণে উপস্থিত হইয়া যুদ্ধের নিয়মানুসারে তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন—'বাবু কুমারসিংজী কি জয়।'··কুমারসিংহ একটি কথাও বলিতে পারিলেন না। তাঁহাকে বাধ্য হইয়া বিদ্রোহী সিপাহীগণের সঙ্গে যোগ দিতে হইল এবং তিনি হইলেন বিদ্রোহী সেনাদের অধিনায়ক।

কুমারসিংহ যেরূপ বীরত্বের সঙ্গে ইংরাজ কোম্পানিকে হারাইয়া দিয়া তিন-চার মাস কাল স্বাধীনভাবে বিহারের এই অঞ্চল শাসন করিয়াছিলেন, সে ইতিহাস সাসারাম ও আরা অঞ্চলের বিহারবাসীরা

এখনও স্মরণ করিয়া কুমারসিংহের উদ্দেশ্যে লোকগাথা গাহিয়া গৌরব অনুভব করে।…

['আনন্দ, শারদীয়, ১৩৭২' থেকে]

লেখক ও লেখা প্রসঙ্গে

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (১৮৮২-১৯৬৫) ইতিহাস ও সাহিত্য বিষয়ে বহু গ্রন্থ লিখেছেন। শিশু সাহিত্যিক হিসাবেও তিনি পরিচিত। তাঁর রচিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: বিক্রমপুরের ইতিহাস, কেদার রায়, বাংলার ডাকাত ইত্যাদি। তিনি ছোটদের জন্য 'শিশুভারতী' নামক কোষগ্রন্থ সংকলন করেন।

যখন কোনো ব্যক্তির কোনো অসামান্য বৈশিষ্ট্য বা আদর্শ সাধারণ মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করে তখন তাঁকে নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে যে কাহিনীর জন্ম হয় তাকে লোকগাথা বলে। এগুলি গানের আকারে জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে থাকে। বিহারের জগদীশপুরের শাসনকর্তা এবং সিপাহীযুদ্ধের অন্যতম নায়ক কুমারসিংহ (ইতিহাসে একে কুনওয়ার সিং বলা হয়েছে) ছিলেন এমন একজন ব্যক্তি যাঁর আত্মমর্যাদাবোধ, সাহস ও বীরত্ব জনসাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল। ঐ অঞ্চলের মানুষ তাই তাঁকে নিয়ে রচনা করেছিল লোকগাথা। এইরকম একটা লোকগাথা অনুসরণে রচিত হয়েছে 'ত্রিশ বেত'নামক কাহিনীটি।

অনুশীলনী

রচনাধর্মী ও বিষয়মুখী প্রশ্ন:

১। 'সেজন্য আমি আপনাকে কঠোর দণ্ড দিতে পারি।'—(ক) বক্তা কে? (খ) কাকে উদ্দেশ্য করে উক্তিটি করা হয়েছে? (গ) তাঁকে দণ্ড দিতে চাওয়া হয়েছে কেন?

২। 'বিদ্রোহী সিপাহীরা যখন কুমারসিংহের এই বীরত্বের কথা শুনিল'—(ক) 'কুমারসিংহ' কে? (খ) 'বিদ্রোহী সিপাহী' বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে? (গ) এখানে কুমারসিংহের কোন্ বীরত্বের কথা বলা হয়েছে?

৩। 'তাঁহাকে বাধ্য হইয়া বিদ্রোহী সিপাহীগণের সঙ্গে যোগ দিতে হইল।'—(ক) এখানে কার কথা বলা হয়েছে? (খ) 'বিদ্রোহী সিপাহীগণ' বলতে

কাদের বোঝানো হয়েছে ? (গ) তিনি কী জন্য বিদ্রোহীদের দলে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন ?

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন :

১। 'সে ইতিহাস সাসারাম·· অনুভব করে।'— ক) উদ্ধৃত অংশটি কোন্ লেখকের কোন্ রচনা থেকে গৃহীত হয়েছে ? (খ) কুমারসিংহ কে ? (গ) সাসারাম ও আরা অঞ্চলের অধিবাসীরা তাঁর জন্য গৌরব অনুভব করে কেন ?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন / মৌখিক প্রশ্ন :

(ক) সিপাহী যুদ্ধ কত সালে হয়েছিল ? (খ) জগদীশপুর কোথায় ? (গ) কুমারসিংহকে দেখা করার জন্য কে হুকুম দিয়েছিলেন ? (ঘ) কুমারসিংহ ম্যাজিস্ট্রেটকে বেত দিয়ে ত্রিশবার মেরেছিলেন কেন ? (ঙ) বিদ্রোহী সিপাহীরা কুমারসিংহকে তাদের দলে যোগ দেবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিল কেন ?

অর্থ লেখ : সমসাময়িক, তলব, অনুচর, এজলাস, সমুদয়, আমলা, বরকন্দাজ, বিচলিত প্রমাদ, অভিবাদন অধিনায়ক, লোকগাথা।

বাক্যরচনা কর : তলব, বিচলিত, অভিবাদন, অধিনায়ক, অনুভব।

সন্ধিবিচ্ছেদ কর : আশ্চর্য, অশ্বারোহণে, নিয়মানুসারে।

বিপরীত শব্দ লেখ : শেষ, সুদৃষ্টি, সাহসী, উপস্থিত, স্বাধীন, স্মরণ।

বানানগুলি মনে রাখ : সাক্ষাৎ, বিশ্বাসী, নিশ্বাস, বীরত্ব, স্মরণ, উদ্দেশ্য।

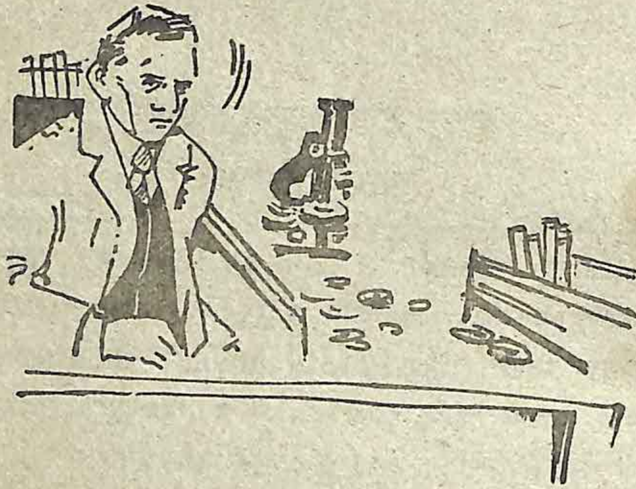
শূন্যস্থান পূর্ণ কর : কুমারসিংহ তাহা — করেন নাই। তিনি সেখানে যাওয়া — করিলেন। সঙ্গে লইয়া গেলেন জনকয়েক — ও — অনুচর। কুমারসিংহ — গণিলেন। তিনি হইলেন বিদ্রোহী সেনাদের —।

মানুষের অদৃশ্য মিত্র

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

১৮৮১ সালে আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং জন্মগ্রহণ করেন। চিকিৎসা-বিদ্যায় উপাধি নেবার পর তিনি লণ্ডনে সেন্ট মেরি হাসপাতালে গবেষণায় নিযুক্ত থাকেন। ১৯২৮ সাল। একটা কাচের পাত্রে 'আগার' নামক জেলি রেখে একজন মানুষের ফোড়া থেকে কিছু পুঁজ নিয়ে সেই জেলির ওপর চারদিকে ছড়িয়ে দিলেন। পুঁজে 'স্ট্যাফিলোকোক্কাস' নামক জীবাণু থাকে, আর 'আগার' জেলি হল জীবাণুদের খাদ্য। জেলির ওপর পড়ে তারা হুহু করে বেড়ে যেতে থাকলো। পাত্রের এক এক জায়গায় তারা দলবদ্ধ হচ্ছে, ফ্লেমিং লক্ষ্য করে চলেছেন। হঠাৎ ফ্লেমিং দেখবেন এক জায়গায় একটা নীলাভ ছাতা পড়েছে।…কিন্তু ফ্লেমিং ওটাকে ফেলে না দিয়ে সরিয়ে রাখলেন। পরে দেখবেন, ওখানে কী ঘটে। এইখানেই রইল ভবিষ্যৎকালের চিকিৎসা-জগতের এক যুগান্তকারী আবিষ্কার। কেবলমাত্র কৌতূহলবশে ফ্লেমিং ওটাকে রেখে দিলেন। শেষ অবধি এই কৌতূহলই তাঁকে পুরস্কৃত করল।

ফ্লেমিং লক্ষ্য করলেন যে, যেখানে ছাতা পড়েছে তার চারদিকের জীবাণুরা পাত্রের অন্য জায়গার জীবাণুর মতো সতেজ নেই। তবে কি ওই ছাতা ওই স্থানের জীবাণুকে ধ্বংস করবার চেষ্টায় আছে? এই রকম যদি হয় তবে শুধু কি পাত্রস্থিত 'আগার'-এ তা ঘটবে? মানুষের দেহে কি এই রকম ঘটতে পারে না? ফ্লেমিং চিন্তা করতে লাগলেন। অনুসন্ধানের পর অনুসন্ধান চলতে থাকলো। দেখা গেল



মানবদেহেও সেই রকমই হয়। তবে তো এক রকমের জীবাণুর সন্ধান পাওয়া গেল যারা আমাদের এই অদৃশ্য শত্রুকে ঠেকিয়ে রাখবে। এরা তো তবে আমাদের অদৃশ্য মিত্র! ঢিল দিয়ে ঢিল ভাঙবার ব্যবস্থা হল।

'স্ট্যাফিলোকোক্কাস' ছাড়া অন্য জীবাণুতেও কি এরকম সম্ভব? পরীক্ষা চলল। দেখা গেল, কোনো কোনো জীবাণু স্ট্যাফিলোকোক্কাসের মতো সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হল, কারও বা বৃদ্ধির হ্রাস হল। আবার কোনো কোনো জীবাণুর কিছু হল না। বোঝা গেল, এই ছত্রক সব রকম জীবাণুর শত্রু নয়। তা না হোক, এক শ্রেণীর জীবাণুকেও যদি বধ করতে পারে তবে তো সে আমাদের পরম লাভ।...

এইবার ছত্রক থেকে এই অদৃশ্য মিত্রদের বিশুদ্ধভাবে পাবার চেষ্টা চলল। রসায়নবিদেরাও এ কাজে যোগ দিল। শেষ অবধি বিশুদ্ধ আকারে তা পাওয়া গেল। আর 'পেনিসিলিয়ম নোটেটম' জাতীয় ছত্রক থেকে পাওয়া যাওয়ায় ফ্লেমিং এর নাম দিলেন 'পেনিসিলিন।'...

আজ পেনিসিলিন ও এই জাতীয় কয়েকটি ওষুধ চিকিৎসাজগতে এক নতুন যুগ এনেছে।

['বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার কাহিনী' থেকে]

লেখক ও লেখা প্রসঙ্গে

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য (১৮৮৩-১৯৬১) একজন বিশিষ্ট পদার্থবিদ্ ছিলেন। তিনি বাংলা ভাষায় বহু সহজ সরল বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল : নব্যবিজ্ঞান, ব্যাধির পরাজয়, পদার্থবিদ্যার নবযুগ, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার কাহিনী ইত্যাদি।

রোগব্যাধির হাত থেকে মানুষকে বাঁচানোর জন্য বৈজ্ঞানিকরা আবিষ্কার করেছেন কত রকমের ওষুধ। এইসব আবিষ্কারের পেছনে রয়েছে বৈজ্ঞানিকদের কঠোর সাধনা অক্লান্ত পরিশ্রম। কিন্তু কখনো কখনো তাঁরা আকস্মিকভাবেই পেয়ে গেছেন নতুন আবিষ্কারের সূত্র। 'পেনিসিলিন' নামক মহা মূল্যবান ওষুধটির সন্ধান কীভাবে হঠাৎ পাওয়া গিয়েছিল তারই কাহিনী বলা হয়েছে এই রচনাটিতে।

অনুশীলনী

রচনাধর্মী ও বিষয়মুখী প্রশ্ন :

১। 'শেষ অবধি এই কৌতূহলই তাঁকে পুরস্কৃত করল।'—(ক) 'তাঁকে' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে? (খ) তাঁর কোন কৌতূহলের কথা এখানে বলা হয়েছে? (গ) তাঁর কৌতূহল তাঁকে কীভাবে পুরস্কৃত করেছিল?

২। 'যারা আমাদের এই অদৃশ্য শত্রুকে ঠেকিয়ে রাখবে।'—(ক) 'অদৃশ্য শত্রু' কাকে বলা হয়েছে? (খ) তাকে 'অদৃশ্য' বলা হয়েছে কেন? (গ) কারা এই অদৃশ্য শত্রুকে ঠেকিয়ে রাখবে?

৩। 'এরা তো তবে আমাদের অদৃশ্য মিত্র!'—(ক) 'অদৃশ্য মিত্র' কাকে বলা হয়েছে? (খ) তাকে 'অদৃশ্য' বলা হয়েছে কেন? (গ) কী ভাবে এই 'অদৃশ্য মিত্র'কে পাওয়া গিয়েছিল?

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন :

১। 'ঢিল দিয়ে ঢিল ভাঙবার ব্যবস্থা হল।'— ক) উদ্ধৃত অংশটি কোন্ লেখকের কোন্ রচনা থেকে নেওয়া হয়েছে? (খ) কী প্রসঙ্গে উক্তিটি করা হয়েছে? (গ) উক্তিটির অর্থ বুঝিয়ে দাও।

২। 'এক শ্রেণীর জীবাণুকেও ··পরম লাভ।'—(ক) উদ্ধৃত অংশটি কোন্ লেখকের কোন্ রচনা থেকে নেওয়া হয়েছে? (খ) কী প্রসঙ্গে উক্তিটি করা হয়েছে? (গ) উক্তিটির অর্থ বুঝিয়ে দাও।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন / মৌখিক প্রশ্ন :

(ক) 'মানুষের অদৃশ্য মিত্র' রচনাটি কোন্ মূল গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে? (খ) চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য রচিত দুটি গ্রন্থের নাম বল। (গ) আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং কত সালে জন্মগ্রহণ করেন? (ঘ) আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং কোথাকার কোন্ হাসপাতালে গবেষণা করতেন? (ঙ) আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং যে-জীবাণু নিয়ে গবেষণা করেছিলেন তার নাম কী? তা কোথায় থাকে? তার খাদ্য কী ছিল? (চ) 'পেনিসিলিন' কী? এর নাম 'পেনেসিলিন' রাখা হল কেন?

অর্থ লেখ : গবেষণা, নীলাভ, কৌতূহল, সতেজ, অনুসন্ধান, অদৃশ্য, ছত্রক, হ্রাস বিশুদ্ধ, শেষ অবধি।

বাক্য চনা কর : নিযুক্ত, দলবদ্ধ, সতেজ, অদৃশ্য, হ্রাস, বিশুদ্ধ।

পদপরিবর্তন কর : নিযুক্ত, আবিষ্কার, পুরস্কৃত, কৌতূহল, দেহ, চিন্তা, শত্রু, মিত্র, পরীক্ষা, বধ, চেষ্টা, যোগ।

বিপরীত শব্দ লেখ : নিযুক্ত, পুরস্কৃত, সতেজ, ধ্বংস, অদৃশ্য, শত্রু, হ্রাস, লাভ নতুন।

সন্ধি বিচ্ছেদ কর : গবেষণা, জীবাণু, যুগান্তর, আবিষ্কার, পুরস্কৃত, পরীক্ষা।

শ্রীকান্তের থিয়েটার দেখা

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

দত্তদের বাড়ীতে কালীপূজা উপলক্ষে পাড়ার সখের থিয়েটারের স্টেজ বাঁধা হইতেছে। মেঘনাদবধ হইবে। ইতিপূর্বে পাড়াগাঁয়ে যাত্রা অনেকবার দেখিয়াছি, কিন্তু থিয়েটার চোখে, বেশী দেখি নাই। সারাদিন আমার নাওয়া-খাওয়া নাই, বিশ্রামও নাই। স্টেজ-বাঁধার কাজে সাহায্য করিতে পাইয়া একেবারে কৃতার্থ হইয়া গিয়াছি। শুধু তাই নয়, যিনি রাম সাজিবেন, স্বয়ং তিনি সেদিন আমাকে একটা দড়ি ধরিতে বলিয়াছিলেন। সুতরাং ভারি আশা করিয়াছিলাম, রাত্রে ছেলেরা যখন কানাতের ছেঁড়া দিয়া গ্রীনরুমের মধ্যে উঁকি মারিতে গিয়া লাঠির খোঁচা খাইবে, আমি তখন শ্রীরামের কৃপায় বাঁচিয়া যাইব। হয়ত বা আমাকে দেখিলে এক-আধবার ভিতরে যাইতেও দিবেন। কিন্তু হায়রে দুর্ভাগ্য! সমস্ত দিন যে প্রাণপাত পরিশ্রম করিলাম, সন্ধ্যার পর আর তাহার কোন পুরস্কারই পাইলাম না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা গ্রীনরুমের দ্বারের সন্নিকটে দাঁড়াইয়া রহিলাম, রামচন্দ্র কতবার আসিলেন, গেলেন, আমাকে কিন্তু চিনিতে পারিলেন না। একবার জিজ্ঞাসাও করিলেন না, আমি অমন করিয়া দাঁড়াইয়া কেন? অকৃতজ্ঞ রাম! দড়ি-ধরার প্রয়োজনও কি তাঁহার একেবারেই শেষ হইয়া গিয়াছে!

রাত্রি দশটার পর থিয়েটারের পয়লা বেল হইয়া গেল। নিতান্ত ক্ষুণ্ণ মনে সমস্ত ব্যাপারটার উপরেই হতশ্রদ্ধ হইয়া সুমুখে আসিয়া একটি জায়গা দখল করিয়া বসিলাম। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই সমস্ত

অভিমান ভুলিয়া গেলাম। সে কি প্লে! জীবনে অনেক প্লে দেখিয়াছি বটে, কিন্তু তেমনটি আর দেখিলাম না। মেঘনাদ স্বয়ং এক কাণ্ড। তাহার ছয় হাত উঁচু দেহ, পেটের ঘেরটা চার-সাড়ে চার হাত। সবাই বলিত, মরিলে গরুর গাড়ি ছাড়া উপায় নাই। অনেক দিনের কথা। আমার সমস্ত ঘটনা মনে নাই। কিন্তু এটা মনে আছে, তিনি সেদিন যে বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমাদের দেশের হারান পলসাঁই ভীম সাজিয়া মস্ত একটি সজিনার ডাল ঘাড়ে করিয়া দাঁত কিড়মিড় করিয়াও তেমনটি করিতে পারিতেন না।

ড্রপ-সিন উঠিয়াছে। বোধ করি বা তিনি লক্ষ্মণই হইবেন—অল্প স্বল্প বীরত্ব প্রকাশ করিতেছেন। এমনি সময়ে সেই মেঘনাদ কোথা হইতে একেবারে লাফ দিয়া সুমুখে আসিয়া পড়িল। সমস্ত স্টেজটা মড়মড় করিয়া কাঁপিয়া দুলিয়া উঠিল—ফুটলাইটের গোটা পাঁচ ছয় ল্যাম্প উল্টাইয়া নিবিয়া গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার নিজের পেট-বাঁধা জরির কোমরবন্ধটা পটাস করিয়া ছিঁড়িয়া পড়িল। একটা হই-চই পড়িয়া গেল।...কিন্তু বাহাদুর মেঘনাদ কাহারও কোন কথায়



বিচলিত হইল না। বাঁ হাতের ধনুক ফেলিয়া দিয়া পেণ্টুলানের মুখ চাপিয়া ডান হাতে শুধু তীর দিয়াই যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

ধন্য বীর! ধন্য বীরত্ব! অনেক অনেক প্রকার যুদ্ধ দেখিয়াছি মানি, কিন্তু ধনুক নাই, বাঁ হাতের অবস্থাও যুদ্ধক্ষেত্রের অনুকূলে নয়, শুধু ডান হাত এবং তীর দিয়া ক্রমাগত যুদ্ধ কে কবে দেখিয়াছে! অবশেষে তাহাতেই জিত। বিপক্ষকে সে যাত্রা পলাইয়া আত্মরক্ষা করিতে হইল।

['শ্রীকান্ত-১ম পর্ব' থেকে]

লেখক ও লেখা প্রসঙ্গে

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮) বাংলা গদ্যসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক। তাঁকে বলা হয় 'কথাশিল্পী'। তাঁর রচিত গল্প-উপন্যাসগুলি খুবই জনপ্রিয়। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: শ্রীকান্ত, গৃহদাহ, পল্লীসমাজ, পথের দাবী, অভাগীর স্বর্গ, রামের সুমতি প্রভৃতি।

'শ্রীকান্তের থিয়েটার দেখা' রচনাটিতে গ্রাম্য থিয়েটারের এক সজীব ও কৌতুককর চিত্র লেখক উপস্থিত করেছেন।

অনুশীলনী

রচনাধর্মী ও বিষয়মুখী প্রশ্ন :

১। 'সমস্ত দিন যে প্রাণপাত পরিশ্রম করিলাম, সন্ধ্যার পর আর তাহার কোন পুরস্কারই পাইলাম না।'—(ক) বক্তা কে? (খ) সে কেন পরিশ্রম করেছিল? (গ) তার দুঃখের কারণ কী?

২। শ্রীকান্ত যে থিয়েটার দেখেছিল তাতে লক্ষ্মণ ও মেঘনাদের অভিনয়ের দৃশ্যটি বর্ণনা কর।

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন :

১। 'অকৃতজ্ঞ রাম!……হইয়া গিয়াছে!'—(ক) উদ্ধৃত অংশটি কোন্

লেখকের কোন্ রচনা থেকে নেওয়া হয়েছে? (খ) কী প্রসঙ্গে কথাটি বলা হয়েছে? (গ) 'অকৃতজ্ঞ রাম' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

২। 'সবাই বলিত মরিলে ··উপায় নাই।'—(ক) উদ্ধৃত অংশটি কোন্ লেখকের কোন্ রচনা থেকে নেওয়া হয়েছে? (খ) কী প্রসঙ্গে কথাটি বলা হয়েছে? (গ) উদ্ধৃত অংশটির অর্থ বুঝিয়ে দাও।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন / মৌখিক প্রশ্ন :

(ক) 'শ্রীকান্তের থিয়েটার দেখা' রচনাটি কোন মূল গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে? (খ) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত তিনটি গ্রন্থের নাম বল। (গ) শ্রীকান্ত যে-নাটকের অভিনয় দেখেছিল সেই নাটকটির নাম কী? (ঘ) 'গ্রীনরুম' কাকে বলে? (ঙ) মেঘনাদ কে? (চ) বাংলা সাহিত্যে মেঘনাদবধ নিয়ে যে কাব্য লেখা হয়েছে তার রচয়িতা কে? (ছ) শ্রীকান্তদের গ্রামে যে লোকটি ভীম সাজতো তার নাম কী?

অর্থ লেখ : কৃতার্থ, স্টেজ, কানাত, গ্রীনরুম, নিতান্ত, ক্ষুণ্ণ, হতশ্রদ্ধ, প্লে, বিক্রম, ক্রমাগত, কোমরবন্ধ, বিচলিত, অনুকূল।

বাক্যরচনা কর : উপলক্ষে, প্রাণপাত, অকৃতজ্ঞ, স্বয়ং, বিক্রম, বিচলিত, ক্রমাগত, অনুকূল।

পদপরিবর্তন কর : সন্ধ্যা, পুরস্কার, বীরত্ব, অল্প, অনুকূল।

বিপরীত শব্দ লেখ : বাঁধা, বেশী, আশা, পুরস্কার, উঁচু, অনুকূল।

বানানগুলি জেনে রাখ : কালী পূজা, মেঘনাদ, স্বয়ং, দ্বার, পুরস্কার, লক্ষ্মণ স্বল্প, অনুকূল, আত্মরক্ষা।

স্বামীজির গল্প

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

কোচিন থেকে ত্রিবান্দ্রমে এসেছে স্বামীজি। সঙ্গে একটি মুসলমান অনুচর। এসে উঠেছে প্রফেসর সুন্দররমনের বাড়িতে।

'কি খাবেন ?'

'আমার জন্যে ভাববেন না।' বললেন স্বামীজি, 'আগে এর খাবার ব্যবস্থা করুন।' বলে অনুচরের দিকে ইঙ্গিত করল।

'না, না, আমার জন্যে নয়।' অনুচর ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠল: 'স্বামীজি দুদিন শুধু দুধ খেয়ে আছে—'

'আছি তো আছি। কিন্তু আগে আমার এই বন্ধুর ব্যবস্থা না হলে আমি নেব না আতিথ্য।'

'কিন্তু এ তো মুসলমান!' সুন্দররমন কুণ্ঠিতের মতো বললে।

'জানি না। শুধু এইটুকু জানি আমার সহচর বন্ধু। কোচিন সরকারের একজন পিওন। আমাকে এখানে পৌঁছিয়ে দেবার জন্যে আমার সঙ্গে এসেছে।' স্বামীজির হাত বন্ধুতায় প্রসারিত হল পিওনের দিকে: 'ওকে সম্বল করেই আমি এখানে চলে এসেছি। কারু কোনো পরিচয়পত্র নিয়ে আসি নি। বললাম, কোনো প্রফেসরের বাড়ি নিয়ে চল। ও আপনার এখানে নিয়ে এসেছে। আমি যদি আপনার অতিথি, ও-ও আপনার অতিথি। ওকে দয়া করে হোটেল দেখিয়ে দেবেন না।'

অগত্যা পিওনের আপ্যায়ন হল সর্বাগ্রে।

'কি দেব আপনাকে খেতে ?' প্রশ্ন করল সুন্দররমন।



'যা দেবেন তাই খাব। যা জোটে তাতেই আমি আনন্দিত। যদি কিছু না জোটে তাতেও।'

হুদিন পরে পেট ভরে খেল স্বামীজি।

সন্ধ্যায় সুন্দররমন স্বামীজিকে ক্লাবে নিয়ে গেল। নারায়ণ মেনন ত্রিবাঙ্কুরের দেওয়ান-পেশকার। কিন্তু জাতে শূদ্র। আরো একজন দেওয়ান-পেশকার এসেছে ক্লাবে, কিন্তু সে ব্রাহ্মণ। ক্লাব থেকে বিদায় নেবার সময় নারায়ণ সেই ব্রাহ্মণ-পেশকারকে করজোড়ে নমস্কার করল, কিন্তু ব্রাহ্মণ-পেশকার করজোড়ে সেই নমস্কার ফিরিয়ে দিল না। শূদ্রকে প্রত্যভিবাদনের রীতি হচ্ছে ডান হাতটা বাঁ হাতের থেকে কিছুটা উপরে তুলে ধরা। তেমনি একটা ভঙ্গি করল ব্রাহ্মণ।

স্বামীজির চোখে পড়ল।

ক্লাব ভেঙে যাবার মুহূর্তে ব্রাহ্মণ-পেশকার করজোড়ে নমস্কার করল স্বামীজিকে। স্বামীজি শুধু বললে, 'নারায়ণ'।

রেগে উঠল ব্রাহ্মণ। বললে, 'নমস্কার ফিরিয়ে দিতে জানেন না, এটা কোন্ দিশি শিষ্টাচার?' স্বামীজি শান্ত স্বরে বললে, 'নমস্কারের বিনিময়ে নারায়ণ-উচ্চারণই সন্ন্যাসীর রীতি। আপনি যদি আপনার রীতিনীতি ছাড়তে না পারেন সন্ন্যাসীই বা ছাড়বে কেন?'

'আমার রীতিনীতি?'

'হ্যাঁ, শূদ্রের বেলায় নমস্কারে তাকে সম্মানিত করেন নি আপনি, হৃদয়হীন শুষ্ক রীতিকেই আঁকড়ে ছিলেন। তবু তো আমি নারায়ণ বলেছি। আপনার মধ্যেও স্বীকার করে নিয়েছি নারায়ণের অস্তিত্ব।'

['বীরেশ্বর বিবেকানন্দ' থেকে]

লেখক ও লেখা প্রসঙ্গে

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৪-৭৬) আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট লেখক। গল্প, উপন্যাস, কবিতা, জীবনী-সাহিত্য রচনা করে খ্যাতিলাভ করেছেন। তাঁর রচিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : কল্লোল যুগ, পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, বীরেশ্বর বিবেকানন্দ, উদ্যত খড়্গ প্রভৃতি।

স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন মানবতাবাদী সন্ন্যাসী। সকল শ্রেণীর মানুষের প্রতিই তিনি সম্মান প্রদর্শন করতেন, কোনোরকম জাতিভেদ বা বর্ণভেদ মানতেন না। মানুষের মধ্যেই দেবতা বিরাজ করেন—এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। তাঁর কথা —'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর'। স্বামী বিবেকানন্দের এই আদর্শ ও বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায় এই রচনাটির মধ্যে।

অনুশীলনী

রচনাধর্মী ও বিষয়মুখী প্রশ্ন :

১। 'ওকে দয়া করে হোটেল দেখিয়ে দেবেন না।'—(ক) বক্তা কে ? (খ) কাকে কথাগুলি বলেছেন ? (গ) 'ওকে' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে ? (ঘ) এই উক্তিটির মধ্য দিয়ে বক্তার কী মনোভাব ফুটে উঠেছে ?

২। 'আপনি যদি আপনার রীতিনীতি ছাড়তে না পারেন, সন্ন্যাসীই বা ছাড়বে কেন ?'—(ক) বক্তা কে ? (খ) কাকে উদ্দেশ্য করে একথা বলেছেন ? (গ) কী জন্য তিনি একথা বলেছেন ?

৩। 'স্বামীজির গল্প' রচনাটি পড়ে তোমরা কী শিখলে ?

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন :

১। 'আমি যদি···আপনার অতিথি।'—(ক) উদ্ধৃত অংশটি কোন্ লেখকের

কোন্ রচনা থেকে নেওয়া হয়েছে ? (খ) কী প্রসঙ্গে উক্তিটি করা হয়েছে ? (গ) উক্তিটির মধ্য দিয়ে বক্তা কী বোঝাতে চেয়েছেন ?

২। 'আপনার মধ্যেও···নারায়ণের অস্তিত্ব।'—(ক) উদ্ধৃত অংশটি কোন্ লেখকের কোন্ রচনা থেকে নেওয়া হয়েছে ? (খ) কী প্রসঙ্গে উক্তিটি করা হয়েছে ? (গ) উক্তিটির মধ্য দিয়ে বক্তা কী বোঝাতে চেয়েছেন ?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন / মৌখিক প্রশ্ন :

(ক) 'স্বামীজির গল্প' রচনাটি কোন্ মূল গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে ? (খ) অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত রচিত দুটি গ্রন্থের নাম বল। (গ) কোচিন ও ত্রিবান্দ্রম কোথায় ? কীজন্য বিখ্যাত ? (ঘ) ত্রিবাঙ্কুর সম্বন্ধে কী জান ? (ঙ) ত্রিবান্দ্রমে স্বামীজি কার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন ?

অর্থ লেখ : অনুচর, ইঙ্গিত, ব্যস্তসমস্ত, কুণ্ঠিত, প্রসারিত, আপ্যায়ন, প্রত্যভিবাদন, পেশকার, শিষ্টাচার।

বাক্যরচনা কর : অনুচর, আতিথ্য, কুণ্ঠিত, আপ্যায়ন, সম্মানিত, প্রসারিত।

সন্ধিবিচ্ছেদ কর : সর্বাগ্রে, নমস্কার, প্রত্যভিবাদন, শিষ্টাচার, শান্ত, সন্ন্যাসী, উচ্চারণ।

পদপরিবর্তন কর : দুধ, কুণ্ঠিত, প্রসারিত, দয়া, পরিচয়, আপ্যায়ন, আনন্দিত, সন্ধ্যা, ব্রাহ্মণ, উচ্চারণ, সম্মানিত, শুষ্ক, স্বীকার।

বিপরীত শব্দ লেখ : ব্যবস্থা, কুণ্ঠিত, বন্ধুতা, প্রসারিত, আনন্দিত, সন্ধ্যা, সন্ন্যাসী, সম্মানিত, শুষ্ক, স্বীকার।

একটি অবিস্মরণীয় অভিযান

সুনীলকুমার ঘোষ

পৃথিবীর একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে আশ্চর্য একটি মহাদেশ আছে। এর আয়তন ইউরোপ আর আর অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের যুক্ত আয়তনের প্রায় সমান। ভীষণ তরঙ্গপূর্ণ মহাসমুদ্র দ্বারা পৃথিবীর অন্যান্য অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন এই মহাদেশটির নাম আণ্টার্কটিকা।

মহাদেশটিকে আশ্চর্য বলা হচ্ছে এই জন্য যে, এর হাবভাব পৃথিবীর অন্য মহাদেশগুলির মতো নয়। তাই, নামে 'মহাদেশ' হলেও এই বিশাল ভূখণ্ডে নেই কোনো জনবসতি, নেই কোনো জীবজন্তু বা গাছপালা। ভীষণ নির্জন আর নিষ্প্রাণ এই মহাদেশে শুধু সমুদ্রের ধারে দেখা যায় সামুদ্রিক প্রাণীদের—আকাশে উড়ন্ত সামুদ্রিক পাখি আর ডাঙায় সীল, পেঙ্গুইন। এ ছাড়া এখানকার সমুদ্রে আছে অসংখ্য নানারকমের মাছ আর তিমি।

এই মহাদেশের দিকে চোখ মেলে তাকালে শুধু দেখা যায় ধূ ধূ করছে সাদা বরফের অসমতল প্রান্তর। এ যেন কোনো বরফের মরুভূমি। এইভাবে সমস্ত মহাদেশটাই বরফে ঢাকা—যা কোথাও কোথাও কয়েক হাজার ফুট পর্যন্ত পুরু। এর ওপরই দাঁড়িয়ে আছে সম্পূর্ণ বরফে ঢাকা উঁচু পর্বতের শ্রেণী, জীবন্ত আগ্নেয়গিরি। তা ছাড়া বরফের মধ্যে রয়েছে বিরাট বিরাট ফাটল, সুগভীর খাদ—যেন এক-একটি মৃত্যু ফাঁদ। রয়েছে বিভীষিকাময় হিমবাহ। আর রয়েছে সবচেয়ে ভীতিপ্রদ তুষার-ঝড়—উন্মুক্ত প্রান্তরের ওপর দিয়ে গর্জন করতে করতে যা ছুটে যায় ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল বা তার চেয়েও বেশি

বেগে। পৃথিবীর সব থেকে শীতল আর সব থেকে ভয়াবহ এই মহাদেশ। এ যেন সাক্ষাৎ মৃত্যুপুরী!

এই বিশাল মহাদেশটি কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত মানুষের নজরের বাইরেই ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে তিমি শিকারীরাই সর্বপ্রথম মহাদেশটিকে প্রত্যক্ষ করেন এবং এর অবস্থান-সংবাদ প্রচার করেন। এরপর উনবিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন সময়ে এর অনেকগুলি অংশ আবিষ্কৃত হলেও সেখানে মানুষের পদার্পণ ঘটে নি। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে সম্ভবত তিমি শিকারীদেরই একজন এই নতুন মহাদেশে পা রেখেছিলেন। এই সময় থেকে মহাদেশটি সভ্য জগতের আগ্রহের কেন্দ্রস্থল হয়ে ওঠে। শুধু উপকূলভাগে নয়, এর অভ্যন্তরেও ভৌগোলিক ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের জন্য বিভিন্ন দেশ অভিযাত্রীদল পাঠাতে উদ্যোগী হয়। এই সঙ্গে আরো একটি দুর্বার আকাঙ্ক্ষা বিশ্বের দুঃসাহসী অভিযাত্রীদের চঞ্চল করে তোলে। এই মহাদেশেরই প্রায় মাঝখানে রয়েছে পৃথিবীর দক্ষিণতম অংশ—দক্ষিণ মেরু বা কুমেরু। সেখানে সর্বপ্রথম পৌঁছবার দুর্লভ সম্মান অর্জন করার প্রবল বাসনা অভিযাত্রীদের আকর্ষণ করতে থাকে।

কিন্তু দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছনোর পথে অনেক বাধা। প্রথম বাধা দুস্তর মহাসমুদ্র। দক্ষিণ মেরু যেতে হলে আগে এই মহাসমুদ্র অতিক্রম করে আণ্টার্কটিকার তীরে পৌঁছতে হবে। এই মহাসমুদ্র পার হওয়া সহজ নয়। ঘন কুয়াশা, ভাসমান হিমশৈল, প্রচণ্ডতম ঝড় আর পাহাড়-সমান উত্তাল ঢেউ আণ্টার্কটিকার চারপাশের সমুদ্রকে এমন ভয়াবহ করে রেখেছে যে, খুব অনুকূল সময়েও এখানে জাহাজ চালানো কঠিন। তারপর এই মহাদেশের ভয়ংকর শীত, বরফ ঢাকা প্রান্তর, পাহাড়, হিমবাহ আর তুষার-ঝড় ঠেলে দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছনো সত্যই দুঃসাধ্য ব্যাপার।

কিন্তু প্রকৃতির এই নিষ্ঠুর বাধা দক্ষিণ মেরুর বীর অভিযাত্রীদের নিরস্ত করতে পারে নি। যে-দুর্জয় সাহস নিয়ে অতীতে নিঃশঙ্ক অভিযাত্রীরা পৃথিবীর নানা অগম্য স্থানে পৌঁছে মানুষের অপরাজেয় ইচ্ছার প্রমাণ রেখে গেছেন, তারই পথ ধরে অভিযাত্রীরা দক্ষিণ মেরু বিজয়ে এগিয়ে এলেন। এই প্রচেষ্টায় যে-কজন অভিযাত্রী অদম্য সাহস, অমিত শক্তি আর অটুট মনোবলের পরিচয় দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে বৃটিশ অভিযাত্রী ক্যাপ্টেন স্কট একটি অবিস্মরণীয় নাম।

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে স্কট প্রথম দক্ষিণ মেরু অভিযানে বের হন। পরের বছর জানুয়ারী মাসে তিনি আণ্টার্কটিকা পৌছান। তারপর দীর্ঘ তিন বছর ধরে আণ্টার্কটিকার অভ্যন্তরে বিভিন্ন অঞ্চলে অভিযান চালান। কিন্তু দক্ষিণ মেরুতে তিনি পৌছতে পারেন নি। পথের দুর্গমতা, খাদ্যাভাব এবং দলের অন্যান্যদের অসুস্থতার জন্য ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইংলণ্ডে ফিরে আসেন।

এরপর ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে স্কট দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছনোর সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে দ্বিতীয়বার অভিযান শুরু করলেন। শুধু দক্ষিণ মেরু অভিযানের ইতিহাসে নয়, সমগ্র ভৌগোলিক আবিষ্কার-অভিযানের ইতিহাসে এই অভিযান মানুষের অপরিমেয় মনোবল, অনিবার্য মৃত্যুর বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত লড়বার অভূতপূর্ব সাহস, স্বার্থত্যাগ আর কর্তব্যবুদ্ধির অম্লান দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। এই অভিযান একদিকে যেমন ভীষণ কষ্টকর ছিল, অন্যদিকে এর পরিণতিও হয়েছিল করুণ।

এই অভিযানের শুরু থেকেই স্কটকে বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তিনি অনেক কষ্টে প্রচণ্ড ঝড়-তুফান ঠেলে মহাসমুদ্র পেরিয়ে আণ্টার্কটিকা পৌঁছলেন ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে। এরপর দীর্ঘ সময় নিয়ে দক্ষিণ মেরুতে অভিযান করার জন্য তিনি প্রস্তুত হতে লাগলেন।

দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছনোর পথে সব চেয়ে বড় বাধা প্রচণ্ড শীত আর খাদ্যাভাব। এই শীতের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দরকার প্রচুর জ্বালানি আর সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করার জন্য দরকার খাদ্যের যোগান। সেজন্য পথের কিছু দূর পর্যন্ত কয়েক স্থানে তিনি জ্বালানি ও খাদ্য মজুত করে রাখলেন। এভাবে প্রস্তুত হয়ে নভেম্বর মাসে স্কট এবং তাঁর সাহায্যকারী দল দক্ষিণ মেরুর দিকে রওনা দিলেন।

এবারেও স্কট প্রতিকূল অবস্থায় পড়লেন। বরফের ওপর দিয়ে দ্রুত চলার জন্য যন্ত্রচালিত যে শ্লেজগাড়ি তিনি সঙ্গে নিয়েছিলেন, কয়েকদিন বাদেই তা বিকল হয়ে যায়। ফলে সাধারণ শ্লেজগাড়ি করেই তাঁরা এগোতে থাকেন। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা আর তুষার-ঝড়ে তাঁদের চলার গতি খুবই মন্থর হয়ে যায়। কোনো কোনো দিন তাঁরা এক পা-ও এগোতে পারেন না। সমস্ত ডিসেম্বর মাস ধরেই তাঁদের প্রতিকূল আবহাওয়ার সঙ্গে যুঝতে হয়।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারী স্কট তাঁর সাহায্যকারী শেষ দলটিকে বিদায় জানিয়ে চারজন সঙ্গী নিয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ের অভিযান শুরু করলেন। প্রচণ্ড তুষার-ঝড়ের মধ্যে একটি শ্লেজগাড়ি নিয়ে বরফের ওপর দিয়ে পাঁচজন ধীরে ধীরে হেঁটে চলেছেন। কী অমানুষিক কষ্ট আর পরিশ্রম!

এত কষ্ট ও পরিশ্রমের কথা তাঁরা ভুলে যেতেন যদি তাঁদের বাসনা পূর্ণ হত। কিন্তু ১৬ই জানুয়ারী যখন তাঁরা দক্ষিণ মেরুর কাছাকাছি পৌঁছে গেছেন তখন দূর থেকে সবিস্ময়ে দেখলেন দক্ষিণ মেরুতে নরওয়ের পতাকা উড়ছে। স্কটরা পৌঁছবার ৩৫ দিন আগেই নরওয়ের অভিযাত্রী আমুণ্ড্‌সেন ভিন্ন পথে দক্ষিণ মেরু জয় করে ফিরে গেছেন। ব্যর্থতার দুঃখ আর বেদনা নিয়ে ১৭ই জানুয়ারী তাঁরা মেরুকেন্দ্রে পৌঁছলেন। এই অবস্থাতেও স্কট তাঁর কর্তব্যের কথা ভোলেন নি।

তাঁর ওপর প্রদত্ত সমস্ত দায়িত্ব তিনি পালন করেছেন, বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য সংগ্রহ করেছেন অসংখ্য মূল্যবান নমুনা।

এবার ফেরার পালা। ফেরার পথেও তাঁদের প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হল। এদিকে ক্রমেই তাঁদের শক্তি নিঃশেষিত হয়ে আসছিল। জ্বালানি আর খাদ্যের অভাবে এবং একটানা পরিশ্রমে তাঁরা তখন অবসন্ন হয়ে পড়েছেন। স্কট জানতেন, এই অবস্থায় বাঁচবার একমাত্র উপায় হল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সংগ্রহ-ঘাঁটিতে পৌঁছনো। কিন্তু প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য তাঁদের চলার গতি মন্থর হয়ে পড়েছিল। এর ওপর ফেব্রুয়ারী মাসে একটি হিমবাহ অতিক্রম করার সময় তাঁরা দিগভ্রষ্ট হয়ে পড়লেন। এই সময়েই দুর্ঘটনায় পড়ে দলের একজনের মৃত্যু হল। সমস্ত দলটিই তখন অনিবার্য ধ্বংসের মুখে। তার ওপর দলের একজন অসুস্থ হয়ে পড়ায় অনিবার্যভাবেই তাঁদের গতি মন্থর হয়ে গেল। অথচ এই অবস্থায় গতি মন্থর করার অর্থ সুনিশ্চিত মৃত্যুকে বরণ করা। দলের অন্যরা যাতে তাড়াতাড়ি এগোতে পারে সেজন্য অসুস্থ ব্যক্তিটি একদিন প্রচণ্ড তুষার ঝড়ের মধ্যে নিরুদ্দিষ্ট



হয়ে যায়। এইভাবে আত্মাহুতি দিয়ে সে অন্যদের বাঁচবার উপায় করে দিতে চেয়েছিল।

কিন্তু এতেও শেষরক্ষা হল না। কারণ স্কট এবং তাঁর বাকী দু'জন সঙ্গী তখন তাঁদের সামর্থ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছেন। বহু কষ্টে তাঁরা এমন একটা জায়গায় পৌঁছলেন, যেখান থেকে তাঁদের নিকটবর্তী সংগ্রহ-ঘাঁটি মাত্র এক দিনের পথ। শেষবারের মতো তাঁরা তাঁবু ফেললেন। হয়তো তখনো তাঁদের বাঁচবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু এই সময়ে আবার শুরু হল একটানা প্রচণ্ড তুষার-ঝড়। ২৯শে মার্চ স্কট তাঁর ডায়েরীতে লিখছেন: চার দিন ধরে আমরা তাঁবুর বাইরে যেতে পারছি না। প্রচণ্ড তুষার-ঝড় তাঁবুর বাইরে গর্জন করছে। আমরা অত্যন্ত দুর্বল—লিখতেও কষ্ট হচ্ছে।...

ঐ বছরেই নভেম্বর মাসে স্কটের সন্ধানে যে অনুসন্ধানকারী দল পাঠানো হয়েছিল তাঁরা উন্মুক্ত বরফ প্রান্তরের মধ্যে পেয়েছিলেন সেই তাঁবু আর তার মধ্যে হিমশীতল তিনটি নিষ্প্রাণ দেহ। আর পেয়েছিলেন স্কটের লেখা সেই মূল্যবান ডায়েরী এবং ভৌগোলিক ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য সংগৃহীত বিভিন্ন দ্রব্যের নমুনা।

স্কট তাঁর বাসনা পূর্ণ করতে পারেন নি। কিন্তু অভিযাত্রী হিসাবে দুর্জয় সাহস, অটুট মনোবল আর কর্তব্যবুদ্ধির যে আদর্শ তিনি রেখে গেছেন যুগ যুগ ধরে মানুষ তা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে।

লেখা প্রসঙ্গে

অজানাকে জানা, অদেখাকে দেখা মানুষের চিরকালের বাসনা। এ বাসনা পূর্ণ করার জন্য প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে প্রকৃতির দুর্গম রাজ্যে মানুষ বারবার প্রবেশ করার চেষ্টা করেছে। পৃথিবীর দক্ষিণতম প্রান্ত দক্ষিণ মেরু বা কুমেরু এই রকম একটি দুর্গম রাজ্য। সেই দুর্গম রাজ্য জয় করতে গিয়েছিলেন এক দুঃসাহসী অভিযাত্রী এবং তাঁর চারজন সঙ্গী। অসীম সাহস, কষ্ট-সহিষ্ণুতা,

কর্তব্যবোধ আর আত্মত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল সেই অভিযানের কাহিনী বলা হয়েছে এখানে।

অনুশীলনী

রচনাধর্মী ও বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১। 'পৃথিবীর একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে আশ্চর্য একটি মহাদেশ আছে।'—(ক) আশ্চর্য মহাদেশটির নাম কী ? (খ) এর আয়তন কত ? (গ) মহাদেশটিকে 'আশ্চর্য' বলা হয়েছে কেন ?

২। 'এ যেন সাক্ষাৎ মৃত্যুপুরী !'—(ক) কাকে 'সাক্ষাৎ মৃত্যুপুরী' বলা হয়েছে ? (খ) তাকে 'সাক্ষাৎ মৃত্যুপুরী' বলার কারণ কী ?

৩। (ক) 'আন্টার্কটিকা' মহাদেশটি কীভাবে আবিষ্কৃত হয় ? (খ) কী কী কারণে 'আন্টার্কটিকা' সম্পর্কে সভ্য জগৎ আগ্রহী হয়েছিল ?

৪। 'এই অভিযান এক দিকে যেমন ভীষন কষ্টকর ছিল, অন্যদিকে এর পরিণতিও হয়েছিল করুন।'—(ক) এখানে কোন্ অভিযানের কথা বলা হয়েছে ? (খ) অভিযানটি 'কষ্টকর' ছিল কেন ? (গ) অভিযানটির পরিণতিকে 'করুণ' বলা হয়েছে কেন ?

৫। 'এত কষ্ট ও পরিশ্রমের কথা তাঁরা ভুলে যেতেন যদি তাঁদের বাসনা পূর্ণ হত।'—(ক) এখানে কাদের কথা বলা হয়েছে ? (খ) তাঁদের কী বাসনা ছিল ? (গ) তাঁদের বাসনা পূর্ণ হয় নি কেন ?

৬। 'এইভাবে আত্মাহুতি দিয়ে সে অন্যদের বাঁচবার উপায় করে দিতে চেয়েছিল।' —(ক) এখানে কার কথা বলা হয়েছে ? (খ) সে আত্মাহুতি দিয়েছিল কেন ?

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন ঃ

১। 'এর হাবভাব……মতো নয়।'—(ক) উদ্ধৃত অংশটি…… ? (খ) কী প্রসঙ্গে…… ? (গ) উক্তিটির অর্থ বুঝিয়ে দাও।

২। 'এ যেন সাক্ষাৎ মৃত্যুপুরী !'—(ক) উদ্ধৃত অংশটি…… ? (খ) কী প্রসঙ্গে…… ? (গ) উক্তিটির অর্থ বুঝিয়ে দাও।

৩। 'কিন্তু অভিযাত্রী হিসাবে……স্মরণ করবে।'—(ক) উদ্ধৃত অংশটি…… ? (খ) কী প্রসঙ্গে…… ? (গ) উক্তিটির তাৎপর্য বুঝিয়ে দাও।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন / মৌখিক প্রশ্ন ঃ

(ক) আন্টার্কটিকা কোথায় ? (খ) পৃথিবীর একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে যে মহাদেশটি আছে তার নাম কী ? পৃথিবীতে অন্য যে মহাদেশগুলি রয়েছে সেগুলির নাম বল। (গ) আন্টার্কটিকায় কী কী প্রাণী দেখা যায় ? (ঘ) 'পেঙ্গুইন' কী ? (ঙ) প্রথম দক্ষিণ মেরুতে কে পৌছেছিলেন ? তিনি কোন্ দেশের অধিবাসী ? (চ) স্কট ও তাঁর সঙ্গীরা কত সালের কোন্ তারিখে দক্ষিণ মেরুতে পৌছেছিলেন ? (ছ) পৃথিবীর তিনজন বিখ্যাত অভিযাত্রীর নাম বল।

অর্থ লেখ ঃ বিচ্ছিন্ন, অভ্যন্তর, বিভীষিকা, হিমবাহ, ভীতিপ্রদ, অনুসন্ধান, দুর্বার, দুর্লভ, দুস্তর, উত্তাল, ভয়াবহ, নিষ্ঠুর, নিরস্ত, অগম্য, অমিত, অটুট, অপরিমেয়, অনিবার্য, বিকল, মন্থর, ব্যর্থ, নিরুদ্দিষ্ট, অবসন্ন, আত্মাহুতি, নিষ্প্রাণ।

পদপরিবর্তন কর ঃ ভীষণ, বিচ্ছিন্ন, বিশাল, নির্জন, সামুদ্রিক, শীতল, আবিষ্কৃত, প্রচার, ভৌগোলিক, বৈজ্ঞানিক, চঞ্চল, সম্মান, অর্জন, প্রবল, আকর্ষণ, অনুকূল, ইচ্ছা; করুণ, শীত, পথ, বিকল, মন্থর, সংগ্রহ, নিরুদ্দিষ্ট, শ্রদ্ধা।

সন্ধিবিচ্ছেদ কর ঃ আশ্চর্য, অন্যান্য, বিচ্ছিন্ন, নিষ্প্রাণ, নির্জন, পর্যন্ত, আবিষ্কৃত, পদার্পণ, অভ্যন্তর, উদ্যোগী, দুর্বার, খাদ্যাভাব, গবেষণা।

বানানগুলি মনে রাখ ঃ বিভীষিকা, ভীতি, সাক্ষাৎ, শিকারী, ভৌগোলিক, আকাঙ্ক্ষা, সম্মান, কুয়াশা, অনুকূল, তুষার, অভ্যন্তর, সুদৃঢ়, প্রতিকূল, দ্বিতীয়।

দশরথের উপদেশ

কৃত্তিবাস ওঝা

পিতাপুত্রে বসিলেন সিংহাসন 'পরে।
পাত্রমিত্র সকলে বেষ্টিত নৃপবরে ॥
নক্ষত্রবেষ্টিত যেন পূর্ণ শশধর।
সেই মত শোভিত হইল রঘুবর ॥
পুত্রেরে শিখান বিদ্যা সভা বিদ্যমান।
রাজনীতি ধর্ম আর বিবিধ বিধান ॥
প্রথমা রানীর তুমি প্রথম নন্দন।
ভূপতি হইয়া কর প্রজার পালন ॥
লোকের রঞ্জন তুমি করিহ যতনে।
তোমার মহিমা যেন সর্বত্র বাখানে ॥
রাজনীতি ধর্ম তুমি শিখ সাবধানে।
যাহাতে মহিমা যশ বাড়ে দিনে দিনে ॥
পরহিংসা পরপীড়া না করিহ মনে।
কভু না করিও রাম লোভ পরধনে ॥
শরণ লইলে শত্রু করো পরিত্রাণ।
অপরাধ বিনা কারো না লইও প্রাণ ॥
দরিদ্রের ভরণ করিও চিরদিন।
আদর করিও তারে জ্ঞানে যে প্রবীণ ॥

কবি ও কবিতা প্রসঙ্গে

কৃত্তিবাস ওঝা ঠিক কত সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন জানা যায় না। তবে অনুমান করা হয় আজ থেকে প্রায় পাঁচ শ' বছর আগে তিনি বাংলা ভাষায় রামায়ণ রচনা করেছিলেন। বাংলা ভাষায় রচিত রামায়ণগুলির মধ্যে তাঁর লেখা রামায়ণই সব থেকে জনপ্রিয়।

রাজা দশরথ ভেবেছিলেন তাঁর অবর্তমানে রামচন্দ্রই অযোধ্যার রাজা হবেন। সেই ভেবে তিনি রামচন্দ্রকে রাজার আদর্শ কী হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে উপদেশ দিচ্ছেন।

অনুশীলনী

১। রাজা দশরথ রামচন্দ্রকে কী উপদেশ দিয়েছিলেন ?

২। 'নক্ষত্র বেষ্টিত যেন······রঘুবর।'—(ক) উদ্ধৃত অংশটি কোন্ কবির কোন্ কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে ? (খ) কী প্রসঙ্গে উক্তিটি করা হয়েছে ? (গ) উক্তিটির অর্থ বুঝিয়ে দাও।

৩। 'দরিদ্রের ভরণ······জ্ঞানে যে প্রবীণ।'—(ক) উদ্ধৃত অংশটি ······ ? (খ) কী প্রসঙ্গে······ ? (গ) পংক্তিগুলির অর্থ বুঝিয়ে দাও।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন / মৌখিক প্রশ্ন :

১। 'দশরথের উপদেশ' নামক কবিতাটি কোন্ কবির কোন্ মূল কাব্য থেকে নেওয়া হয়েছে ? ২। সংস্কৃত ভাষায় কার লেখা রামায়ণ সব থেকে বিখ্যাত ? ৩। রামচন্দ্রকে 'রঘুবর' বলা হয়েছে কেন ? ৪। দশরথের প্রথমা রানী ও তাঁর পুত্রের নাম কী ? ৫। দশরথের অন্যান্য রানী ও তাদের পুত্রদের নাম কী ?

অর্থ লেখ : পাত্রমিত্র; নৃপবর, বেষ্টিত, শশধর, শোভিত, বিদ্যমান, বিধান, নন্দন, ভূপতি, রঞ্জন, বাখানে, যশ, শরণ পরিত্রাণ, প্রবীণ।

পদপরিবর্তন কর : বেষ্টিত, শোভিত, বিধান, পালন, রঞ্জন, ধর্ম, লোভ, দরিদ্র, আদর।

বিপরীত শব্দ লেখ : পূর্ণ, যশ, হিংসা, শত্রু, দরিদ্র, আদর, প্রবীণ।

মোতিবিল

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নাম তার মোতিবিল
বহুদূর জল।
হাঁসগুলি ভেসে ভেসে
করে কোলাহল।
পাঁকে চেয়ে থাকে বক,
চিল উড়ে চলে
মাছরাঙা ঝুপ করে
পড়ে এসে জলে।

হেথা হোথা ডাঙা জাগে
ঘাস দিয়ে ঢাকা,
মাঝে মাঝে জলধারা
চলে আঁকাবাঁকা।
কোথাও বা ধান খেত
জলে আধো ডোবা
তারি' পরে রোদ পড়ে
কিবা তার শোভা।

ডিঙি চড়ে আসে চাষি
কেটে লয় ধান,
বেলা গেলে গাঁয়ে ফেরে
গেয়ে সারিগান।

মোষ নিয়ে পার হয়
রাখালের ছেলে,
বাঁশে বাঁধা জাল নিয়ে
মাছ ধরে জেলে।
মেঘ চলে ভেসে ভেসে
আকাশের গায়,
ঘন শেওলার দল
জলে ভেসে যায়।

কবি ও কবিতা প্রসঙ্গে

রবীন্দ্রনাথ শহর পছন্দ করতেন না। তাই কলকাতার কোলাহল থেকে অনেক দূরে শান্তিনিকেতনে থাকতেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনের বেশ কয়েকটা বছর কেটেছিল নৌকা-বোটে ঘুরে ঘুরে। তখন বাংলা দেশের নদী-নালা-খাল-বিল প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল। 'মোতিবিল' কবিতাটির মধ্যে তারই প্রমাণ রয়েছে।

অনুশীলনী

১। 'মোতিবিল' কবিতায় কী কী পাখির উল্লেখ আছে? তারা কে কী করছে?
২। 'মোতিবিল' কবিতায় কোন্ কোন্ শ্রেণীর মানুষের উল্লেখ আছে? তারা মোতিবিলে কে কী করেছে?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন / মৌখিক প্রশ্নঃ

১। 'মোতিবিল' কবিতায় কী কী পাখির উল্লেখ আছে? ২। 'সারিগান' কী?

অর্থ লেখঃ কোলাহল, হেথা, হোথা, শোভা, জলধারা।

সাধুরূপ বলঃ হাঁস, পাঁক, রোদ, চাষি, মোষ, মাছ, জেলে, শেওলা।

পদপরিবর্তন করঃ জল, পাঁক, মাছ, গাঁ, ধান, মেঘ।

কণিকা

প্রিয়ম্বদা দেবী

ছোট বালুকার কণা, বিন্দু বিন্দু জল
গড়ি' তোলে মহাদেশ, সাগর অতল।
মুহূর্ত নিমেষকাল, তুচ্ছ পরিমাণ,
রচে যুগ-যুগান্তর, অনন্ত মহান।
প্রত্যেক সামান্য ত্রুটি, ক্ষুদ্র অপরাধ
ক্রমে টানে পাপপথে, ঘটায় প্রমাদ।
প্রতি করুণার দান, স্নেহপূর্ণ বাণী
এ ধরায় স্বর্গসুখ নিত্য দেয় আনি'।

কবি ও কবিতা প্রসঙ্গে

প্রিয়ম্বদা দেবী (১৮৭১—১৯৩৫) বাংলা সাহিত্যের একজন সুপ্রসিদ্ধা মহিলা কবি। সহজ, সরল ভাষায় সুন্দর কবিতা লিখেছেন। রচিত কাব্যগ্রন্থ : রেণু, পত্রলেখা, অংশু প্রভৃতি।

'কণিকা' কবিতাটিকে তিনি বলতে চেয়েছেন, ক্ষুদ্র থেকেই বৃহৎ জন্ম লাভ করে।

অনুশীলনী

১। ক্ষুদ্র কীভাবে বিশাল আকার ধারণ করে 'কণিকা' কবিতা থেকে তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দাও।

২। 'প্রতি করুণার দান···নিত্য দেয় আনি।'—(ক) কোন্ কবির কোন্ কবিতার অংশ? (খ) কী প্রসঙ্গে উক্তিটি করা হয়েছে? (গ) পংক্তি দুটির অর্থ বুঝিয়ে দাও।



বাংলা দেশ

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

কোন্ দেশেতে তরুলতা
সকল দেশের চাইতে শ্যামল ?
কোন্ দেশেতে চলতে গেলেই
দলতে হয় রে দূর্বা কোমল ?
কোথায় ফলে সোনার ফসল,
সোনার কমল ফোটে রে ?
সে আমাদের বাংলা দেশ,
আমাদেরি বাংলা রে।

কোথায় ডাকে দোয়েল শ্যামা,
ফিঙে নাচে গাছে গাছে ?
কোথায় জলে মরাল চলে,
মরালী তার পাছে পাছে ?
বাবুই কোথা বাসা বোনে,
চাতক বারি যাচে রে ?
সে আমাদের বাংলা দেশ
আমাদেরি বাংলা রে।

কোন্ ভাষা মরমে পশি'
আকুল করি, তোলে প্রাণ ?
কোথায় গেলে শুনতে পা'ব
বাউল-সুরে মধুর গান ?

চণ্ডীদাসের-রামপ্রসাদের
কণ্ঠ কোথায় বাজে রে ?
সে আমাদের বাংলা দেশ,
আমাদেরি বাংলা রে !

[অংশ]

কবি ও কবিতা প্রসঙ্গে

সতেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২—১৯২২) বাংলা সাহিত্যের একজন সুপরিচিত কবি। তাঁকে 'ছন্দের যাদুকর' বলা হয়। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ : কুহু ও কেকা, বেণু ও বীণা, তীর্থ সলিল প্রভৃতি।

'বাংলা দেশ' কবিতাটিতে কবি বাংলা দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সাংস্কৃতিক সম্পদের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ প্রকাশ করেছেন।

অনুশীলনী

১। 'বাংলা দেশ' কবিতায় কবি বাংলা দেশের প্রকৃতির যে বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন তা নিজের ভাষায় লেখ।

২। 'বাংলা দেশ' কবিতায় বাংলার পাখিদের যে পরিচয় দেওয়া হয়েছে তা নিজের ভাষায় লেখ।

৩। 'বাংলা দেশ' কবিতায় বাংলা ভাষা, বাংলা গান ও বাংলা কাব্য সম্পর্কে কবির যে অনুভূতি প্রকাশিত হয়েছে তার পরিচয় দাও।

৪। 'কোন্ ভাষা……মধুর গান।'—(ক) উদ্ধৃত অংশটি কোন্ কবির কোন্ কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে ? (খ) পংক্তিগুলির অর্থ বুঝিয়ে দাও।

৫। 'চণ্ডীদাসের……বাংলা রে !'—(ক) উদ্ধৃত অংশটি কোন্ কবির কোন্ কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে ? (খ) পংক্তিগুলির অর্থ বুঝিয়ে দাও।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন / মৌখিক প্রশ্ন :

১। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতাটিতে কী কী পাখীর নাম আছে ? ২। 'বাউল' কী ? ৩। 'চণ্ডীদাস'কে ? ৪। 'রামপ্রসাদ' কে ?

অর্থ লেখ : শ্যামল, কোমল, কমল, মরাল, বারি, যাচে, মরমে, আকুল।

বড়লোক কাহাকে বলে

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

আপনাকে বড় বলে বড় সেই নয়,
লোকে যারে বড় বলে বড় সেই হয়।
বড় হওয়া সংসারেতে কঠিন ব্যাপার,
সংসারে সে বড় হয়, বড় গুণ যার।
হিতাহিত না জানিয়া মরে অহঙ্কারে,
নিজে বড় হতে চায় ছোট বলি তারে।
গুণেতে হইলে বড়, বড় কবে সবে।
যদি বড় হতে চাও, ছোট হও তবে।

কবি ও কবিতা প্রসঙ্গে

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২—৫৯) বিভিন্ন বিষয়ে বহু কবিতা রচনা করেছেন। তিনি 'সংবাদ প্রভাকর' নামক বিখ্যাত পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

এই কবিতায় প্রকৃত গুণী বা মহৎ ব্যক্তির লক্ষণ সম্পর্কে কবি তাঁর অভিমত প্রকাশ করেছেন।

অনুশীলনী

১। 'বড়লোক কাহাকে বলে' কবিতায় কবি কাদের 'বড়' বলেছেন? কীভাবে 'বড়' হওয়া যায়?

২। 'হিতাহিত না জানিয়া……ছোট বলি তারে।'—(ক) উদ্ধৃত অংশটি কোন্ কবির কোন্ কবিতায় আছে? (খ) পংক্তি দুটির অর্থ বুঝিয়ে দাও।

৩। 'গুণেতে হইলে বড়……ছোট হও তবে।' —(ক) উদ্ধৃত অংশটি কোন্ কবির কোন্ কবিতায় আছে? (খ) পংক্তি দুটির অর্থ বুঝিয়ে দাও।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন / মৌখিক প্রশ্ন :

১। কবি কাকে 'ছোট' বলেছেন? ২। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কোন্ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন?

বলিদান

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

মাগো আমায় গা মুছিয়ে দিয়ে
তাড়াতাড়ি পরাও কাপড়খান,
আজকে আমি ভুলুর সাথে গিয়ে
আসব দেখে কেমন বলিদান।
দেখে 'বলি' কেমন আমোদ হবে।
নাচবে সবাই, বল্‌লে ভুলু মোরে
মা, মা, বলে ডাকবে তখন সবে
বাজাবে ঢোল খাজ্‌ জিমাঝো করে।

শেষে যখন ফিরলো খোকা বাড়ী
মুখটি মলিন, চোখ যে ছলছল,
জননী তার শুধায় তাড়াতাড়ি,
কেমন 'বলি' দেখলি বাছা বল?
কেঁদে খোকা বললে কোথা 'বলি'!
শুধু আহা কাটছে ছাগলগুলি।

কবি ও কবিতা প্রসঙ্গে

কুমুদরঞ্জন মল্লিক (১৮৮৩—১৯৭০) বাংলা সাহিত্যের একজন সুপ্রসিদ্ধ কবি। তাঁর কবিতায় গ্রামবাংলা ও সাধারণ মানুষের সহজ, সরল জীবনযাত্রার ছবি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। বনতুলসী, রজনীগন্ধা, একতারা প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ।

'বলিদান' কবিতাটিতে শিশুমনের প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত। শিশুমন স্বভাবতই কোমল। তাই কতগুলি নিরীহ প্রাণীকে হত্যা করার দৃশ্য তাকে ব্যথিত করে।

অনুশীলনী

১। (ক) 'বলিদান' কবিতায় মায়ের কাছে খোকা কী আবদার করেছিল ? (খ) সে ম্লানমুখে বাড়ি ফিরেছিল কেন ?

২। (ক) 'বলিদান' কবিতায় খোকা তার মাকে কার সঙ্গে বলিদান দেখতে যাবে বলেছিল ? (খ) সে বলিদান সম্পর্কে খোকাকে কী বলেছিল ? (গ) বলিদান দেখে খোকার মনের ভাব কেমন হয়েছিল ?

৩। (ক) 'বলিদান' কবিতায় খোকা বলিদান দেখার জন্য উৎসাহী হয়েছিল কেন ? (খ) বলিদান দেখে তার মনে দুঃখ হয়েছিল কেন ?

৪। 'কেঁদে খোকা······ছাগলগুলি।'—(ক) কোন্ কবির কোন্ কবিতার অংশ ? (খ) খোকা কেঁদেছিল কেন ?

৫। 'দেখে 'বলি' কেমন আমোদ হবে!'—(ক) কে কাকে একথা বলেছে ? (খ) সে কেমন 'আমোদ' পেয়েছিল ?

অর্থ লেখ : আমোদ, মলিন, শুধায়।

সুচিকিৎসা

সুকান্ত ভট্টাচার্য

বদ্যিনাথের সর্দি হল কোলকাতাতে গিয়ে,
আচ্ছা করে জোলাপ নিল নস্যি নাকে দিয়ে।
ডাক্তার এসে, বল্ল কেশে, "বড়ই কঠিন ব্যামো,
এসব কি সুচিকিৎসা? আরে আরে রাম!
আমার হাতে পড়লে পরে 'এক্স্‌রে' করে দেখি,
রোগটা কেমন, কঠিন কিনা আসল কিংবা মেকি।
থার্মোমিটার মুখে রেখে সাবধানেতে থাকুক,
আইস-ব্যাগটা মাথায় দিয়ে একটা দিন ত রাখুক।
'ইনজেক্‌শন' নিতে হবে 'অক্সিজেন'টা পরে,
তার পরেতে দেখব এ রোগ থাকে কেমন করে।"
পল্লীগ্রামের বদ্যিনাথ অবাক হল ভারী,
সর্দি হলেই এমন তর? ধন্য ডাক্তারী!

কবি ও কবিতা প্রসঙ্গে

সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬—৪৭) বাংলা সাহিত্যে 'কিশোর কবি' নামে পরিচিত। মাত্র একুশ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ ছাড়পত্র, ঘুম নেই, পূর্বাভাস ইত্যাদি।

'সুচিকিৎসা' কবিতায় এক শহুরে ডাক্তারের আজগুবি চিকিৎসার বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

অনুশীলনী

১। 'এসব কি সুচিকিৎসা?'—(ক) বক্তা কে? (খ) কী সম্পর্কে তাঁর এই মন্তব্য? (গ) সুচিকিৎসার জন্য তিনি কী পরামর্শ দিয়েছিলেন?

২। 'সর্দি হলেই এমন তর?'—(ক) বক্তা কে? (খ) কী সম্পর্কে সে এই মন্তব্য করেছে?

ছাত্রদলের গান

কাজী নজরুল ইসলাম

আমরা শক্তি আমরা বল
আমরা ছাত্রদল।
মোদের পায়ের তলায় মূর্ছে তুফান
ঊর্ধ্বে বিমান ঝড় বাদল
আমরা ছাত্রদল॥

মোদের আঁধার রাতে বাধার পথে
যাত্রা নাঙ্গা পায়,
আমরা শক্ত মাটি রক্তে রাঙাই
বিষম চলার ঘায়!
যুগে যুগে রক্তে মোদের
সিক্ত হ'ল পৃথ্বীতল
আমরা ছাত্রদল॥

... ...

আমরা রচি ভালোবাসার
আশার ভবিষ্যৎ,
মোদের স্বর্গপথের আভাস দেখায়
আকাশ ছায়াপথ!
মোদের চোখে বিশ্ববাসীর
স্বপ্ন দেখা হোক সফল।
আমরা ছাত্রদল॥

কবি ও কবিতা প্রসঙ্গে

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯—১৯৭৬) বাংলা সাহিত্যের অন্যতম বিশিষ্ট কবি। তিনি 'বিদ্রোহী কবি' নামে পরিচিত। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে লেখার জন্য তাঁর কয়েকটি কবিতার বই নিষিদ্ধ করা হয় এবং তাঁকেও কারারুদ্ধ করা হয়। তাঁর রচিত কয়েকটি গ্রন্থ: অগ্নিবীণা, বিষের বাঁশী, সর্বহারা প্রভৃতি।

'ছাত্রদলের গান' কবিতাটিতে কবি দেশ ও জাতির জীবনে ছাত্রদের উজ্জ্বল ভূমিকার কথা বলেছেন। সমস্ত বিপদ, বাধা তুচ্ছ করে দেশের এবং সেই সঙ্গে সমস্ত পৃথিবীর কল্যাণের জন্য ছাত্রদের এগিয়ে যাওয়ার সুদৃঢ় সঙ্কল্প কবিতাটিতে ঘোষিত হয়েছে।

অনুশীলনী

১। 'ছাত্রদলের গান' কবিতাটিতে ছাত্রদের প্রবল প্রাণশক্তির যে পরিচয় দেওয়া হয়েছে তা নিজের ভাষায় লেখ।

২। 'মোদের পায়ের তলায়······ঝড় বাদল।'—(ক) কোন্ কবির কোন্ কবিতার অংশ? (খ) পংক্তি দুটির অর্থ বুঝিয়ে দাও।

৩। 'মোদের আঁধার রাতে······চলার ঘায়।'—(ক) কোন্ কবির কোন্ কবিতার অংশ? (খ) পংক্তিগুলির অর্থ বুঝিয়ে দাও।

৪। 'মোদের চোখে······হোক সফল।'—(ক) কোন্ কবির কোন্ কবিতার অংশ? (খ) পংক্তি দুটির অর্থ বুঝিয়ে দাও।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন / মৌখিক প্রশ্ন:

১। 'বিদ্রোহী কবি' কাকে বলা হয়? ২। কাজী নজরুল ইসলামের দু'খানি কাব্যগ্রন্থের নাম বল।

পরোপকার

রজনীকান্ত সেন

নদী কভু পান নাহি করে নিজ জল।
তরুগণ নাহি খায় নিজ নিজ ফল।
গাভী কভু নাহি করে নিজ দুগ্ধ পান।
কাষ্ঠ দগ্ধ হয়ে করে পরে অন্ন দান।
স্বর্ণ করে নিজরূপে অপরে শোভিত।
বংশী করে নিজ স্বরে অপরে মোহিত।
শস্য জন্মাইয়া নাহি খায় জলধরে।
সাধুর ঐশ্বর্য শুধু পরহিত তরে।

কবি ও কবিতা প্রসঙ্গে

রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫—১৯১০) বাংলা সাহিত্যে 'কান্ত কবি' নামে পরিচিত। কবিতা ছাড়া তিনি বহু গানও রচনা করেছেন। প্রধানতঃ দেশপ্রীতি, ভক্তি ও নীতিমূলক বিষয় নিয়ে তিনি কবিতা ও গান রচনা করেছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ : বাণী, অমৃত কল্যাণী প্রভৃতি।

'পরোপকার' কবিতাটি একটি নীতিমূলক কবিতা। প্রকৃতির রাজ্য থেকে বিভিন্ন দৃষ্টান্ত দিয়ে কবি দেখতে চেয়েছেন পরোপকারের মতো মহৎ আদর্শ আর নেই।

অনুশীলনী

১। 'পরোপকার' কবিতা অনুসরণে প্রকৃতি-জগৎ কীভাবে অন্যের উপকার করে চলেছে তার পরিচয় দাও!

২। 'পরোপকার' কবিতা থেকে তোমরা কী শিখলে ?

অর্থ লেখ : কাষ্ঠ, দগ্ধ, শোভিত, বংশী, মোহিত, ঐশ্বর্য।

পাড়ি

প্রেমেন্দ্র মিত্র

জলে রোদের ঝিকিমিকি
হাওয়ায় ফোলে পাল
গহিন গাঙে ডিঙা বেয়ে
আমরা ফেলি জাল।
কূল কোথা যার নাই ঠিকানা
সেই দরিয়ায় দিলাম হানা
ভয় করি না আসুক তুফান
হই হব বানচাল।
নইকো শুধু মাছের কাঙাল
রুই কাতলা চিতল বোয়াল,
মুক্তো-মাণিক আনব তুলে
লুট করে পাতাল!

কবি ও কবিতা প্রসঙ্গে

প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪) বাংলা সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট কবি, গল্প লেখক, ঔপন্যাসিক এবং শিশু সাহিত্যিক। পাঁক, পুতুল ও প্রতিমা, সাগর থেকে ফেরা, ঘনাদার গল্প প্রভৃতি অসংখ্য গ্রন্থের লেখক।

'পাড়ি' কবিতাটিতে কবি দুঃসাহসী ও সংঘাতপূর্ণ জীবনের প্রতি তাঁর আকর্ষণের কথা প্রকাশ করেছেন।

অনুশীলনী

১। 'পাড়ি' কবিতায় কবি কী বলতে চেয়েছেন?
২। 'কূল কোথা······বানচাল।'—(ক) কোন্ কবির কোন্ কবিতার অংশ?
(খ) কবি এখানে কী বলতে চেয়েছেন?
৩। 'নইকো শুধু······পাতাল।'—(ক) কোন্ কবির কোন্ কবিতার অংশ?
(খ) কবি এখানে কী বলতে চেয়েছেন?

মীরজাফরের প্রতি মোহনলাল

নবীনচন্দ্র সেন

সেনাপতি ! ছি ছি এ কি ! হা ধিক্ তোমারে !
কেমনে বল না হায় !
কাঠের পুতুল প্রায়,
সসজ্জিত দাঁড়াইয়ে আছ এক ধারে ?
ওই দেখ ওই যেন চিত্রিত প্রাচীর,
ওই তব সৈন্যগণ
দাঁড়াইয়া অকারণ
গণিতেছে লহরী কি রণ-পয়োধির ?
দেখিছ না সর্বনাশ সম্মুখে তোমার ?
যায় বঙ্গ-সিংহাসন,
যায় স্বাধীনতা-ধন,
যেতেছে ভাসিয়া সব, কি দেখিছ আর ?
নিশ্চয় জানিও রণে হলে পরাজয়,
দাসত্ব শৃঙ্খল ভার
ঘুচিবে না এ জন্মে আর
অধীনতা-বিষে হবে জীবন-সংশয় !
অধীনতা অপমান সহি অনিবার,
কেমনে রাখিবে প্রাণ,
নাহি পাবে পরিত্রাণ,
জ্বলিবে জ্বলিবে বুক হইবে অঙ্গার।

['পলাশীর যুদ্ধ' থেকে]

কবি ও কবিতা প্রসঙ্গে

নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭—১৯০৯) বাংলা সাহিত্যের একজন সুপ্রসিদ্ধ কবি। তিনি যেমন বহু ক্ষুদ্র কবিতা লিখেছেন, তেমনি কতকগুলি আখ্যানকাব্যও লিখেছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে পলাশীর যুদ্ধ, রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের হাতে বাংলার নবাব সিরাজদ্দৌলার পরাজয়ের ফলে ভারতের পরাধীনতার সূচনা হয়। মোহনলাল, মীরমদন প্রমুখ সেনানায়করা সিরাজদ্দৌলার পক্ষে প্রাণপণ যুদ্ধ করলেও প্রধান সেনাপতি মীরজাফর ইংরেজদের সঙ্গে চক্রান্ত করে যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের সৈন্যবাহিনীকে নিষ্ক্রিয় রাখেন। প্রধান সেনাপতির এই আচরণের জন্য মোহনলাল তাঁকে ধিক্কার দিচ্ছেন।

অনুশীলনী

১। 'সেনাপতি!……ধিক তোমারে!'—(ক) কে, কাকে একথা বলছেন? (খ) তিনি কেন তাঁকে ধিক্কার দিচ্ছেন?

২। 'দেখিছ না সর্বনাশ সম্মুখে তোমার?'—(ক) কে, কাকে একথা বলছেন? (খ) এখানে কী সর্বনাশের কথা বলা হয়েছে?

৩। 'দেখিছ না……দেখিছ আর?'—(ক) উদ্ধৃত অংশটি কোন্ কবির কোন্ কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে? (খ) কী প্রসঙ্গে উক্তিটি করা হয়েছে? (গ) পংক্তিগুলির অর্থ বুঝিয়ে দাও।

৪। 'নিশ্চয় জানিও………জীবন সংশয়!'—(ক) উদ্ধৃত অংশটি……… ? (খ) কী প্রসঙ্গে…? (গ) পংক্তিগুলির অর্থ বুঝিয়ে দাও।

অর্থ লেখ : চিত্রিত, লহরী, রণ-পয়োধি, অনিবার, পরিত্রাণ, অঙ্গার।

গদ্যরূপ লেখ : তোমারে, কেমনে, দাঁড়াইয়ে, তব, দেখিছ, যেতেছে, সহি।

কবির কোন্ কবিতার অংশ? (খ) কী প্রসঙ্গে উক্তিটি করা হয়েছে? (গ) উক্তিটির দ্বারা কী বোঝাতে চাওয়া হয়েছে?

পদপরিবর্তন কর ঃ শখ, চাঁদ, বৃদ্ধ, পাহাড়, লবণ, বাবু, সূর্য, লজ্জা, ঝড়, মূর্খ, হিসেব।

বিপরীত শব্দ লেখ ঃ জোয়ার, বৃদ্ধ, বুড়ো, মূর্খ।

সাধুরূপ / গদ্যরূপ লেখ ঃ বিয়ে, চড়ি, মাঝিরে, কন, সূর্যি, জনম, ক্যামনে, কহেন, বুড়ো, দেছেন, হেন, তোরে, নৌকা, সাঁতার, মিছে।



মূল্য ঃ ৪.৫০ টাকা